মজায় মাবিতে জাগলিং
অভয় মিত্র

ছড়ায় ছবিতে জাগলিং

অভয় মিত্র

প্রকাশিকা
শ্রীমতী রীতা মিত্র
২নং চড়কডাঙ্গা রোড, পোঃ-উত্তরপাড়া,
জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৫৮, পশ্চিমবঙ্গ।

CHARAY CHABITE JUGGLING
A Collection of Rhyms by Abhoy Mitra Price Rs. 40/-

প্রথম প্রকাশ ঃ 'বই মেলা' ২০০৪

প্রকাশিকা ঃ শ্রীমতী রীতা মিত্র
২নং চড়কডাঙ্গা রোড, উত্তরপাড়া,
জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২৫৮, পশ্চিমবঙ্গ।

পরিবেশক ঃ নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ অনুপেন্দু মৈত্র

অলংকরণ ঃ চন্দন চ্যাটার্জী

অক্ষর বিন্যাস ঃ জি.ডি. গ্রাফিক্স
৫এ, বি.এন. রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী।

মুদ্রক : ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ
গংগানগর, কলকাতা ৭০০ ১৩২
ফোন ২৫৩৮ ৮৮৮০/৭০০৯

মূল্য ঃ চল্লিশ টাকা
US $ 3.00

ভূমিকা

পিতৃদেবের হাত ধরেই জাগলিং শিখেছি এবং মাঠের খেলাকে বিশ্বমঞ্চে উপস্থিত করেছি। দেশ-বিদেশের মানুষ অবাক বিস্ময়ে এই খেলা দেখে আনন্দ পেয়েছে। আট বছর বয়সে পিতৃদেবের কাছে আমি বলের খেলা, ডিসের খেলা ইত্যাদি শিখেছিলাম। দশ বছর বয়সেই আমি পিতৃদেবকে হারাই। পরে মায়ের উৎসাহ ও প্রেরণায় আমি একটু একটু করে সাধনার পথে এগিয়ে যাই। মায়ের প্রেরণা ও স্ত্রীর উৎসাহে আজ আমি বিশ্বের দরবারে এই খেলা প্রদর্শন করে বহু সম্মান লাভ করেছি। চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় আমাকে ডেকেছেন ও তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রে জায়গা করে দিয়েছেন। মানিকদা আমাকে বলেছিলেন, "অভয় তুমি এই খেলার (শিল্পের) একটা ব্যাকরণ তৈরী করো - তাহলে অনেকে শিখতে পারবে এটা বেঁচে থাকবে।" সেই থেকেই আমার মনে জাগলিং খেলার ব্যাকরণগত পুস্তক লেখার সাধ জেগে ওঠে। এই স্বপ্নকে আজ বাস্তবে রূপায়িত করতে পেরে নিজেকে ধন্য বলে মনে হচ্ছে। আমরা ৪ (চার) পুরুষ ধরে সারা ভারতবর্ষে জাগলিং প্রদর্শন করে লক্ষ লক্ষ দর্শকদের মনে আনন্দ দিয়ে আসছি। বর্তমানে আমার পুত্র-কন্যা এবং নাতি-নাতনিরা প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে নিজেদের দক্ষতা ও সফলতা লাভ করছে। বর্তমানে লাইট সাউন্ড এবং মিউজিক কম্পোজ করে এই খেলায় বৈচিত্র্য আনা হয়েছে এবং খেলাটি শৈল্পিক পূর্ণতা লাভ করেছে। দর্শকদের অনুসন্ধিৎসু মনকে উপলব্ধি করে - আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ সংগত জাগলিং শেখার পুস্তক প্রকাশ করলাম। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এই বই নতুন পথ দেখাবে আশাকরি। জাগলিং এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যাবসায়, মনঃসংযোগ, ঐকান্তিকতা ও সুস্বাস্থ্য আরও করতে পারবে। প্রতিবন্ধী শিশুরাও শারীরিক্ষ ও মানসিক ভাবে উপকৃত হয় জাগলিং শেখার মাধ্যমে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে পুস্তকটি সহায়ক পাঠ্য পুস্তক রূপে মনোনীত হলে বাধিত হব। জাগলিং শিখতে উৎসাহী ও আগ্রহীদের এই পুস্তক প্রয়োজন মেটাতে পারলেই আমার বহুদিনের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। দর্শকই আমার দেবতা আমার সার্থকতার চাবিকাঠি—তাই দর্শকদের করকমলে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য—এই পুস্তক তুলে দিলাম ছবি-ছড়ার মাধ্যমে। আমার বন্ধুবর শ্রী দীপক মিত্র'র অনুপ্রেরণায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় এই ছড়া গ্রন্থটি প্রকাশিত করিতে পারিলাম।

অভয় মিত্র

সূচিপত্র

জাগ্‌লিং

দুনিয়ার সব শিশু
আয় ছুটে আয়
জাগ্‌লিং খেলে যাই
সারা দুনিয়ায়।
বল ডিশ্‌ টুপি নিয়ে
খেলা হয় বেশ
মন ভরা মজাটার
হয় নাকো শেষ
জাগ্‌লিং খেলা ভাই
খুব মজাদার
সবে মিলে শিখে নিয়ে
খেলো বারবার।

অদ্ভুত

হাতে নিয়ে তিনখানা
বল ডিশ্‌ রিং
মজাদার জাগ্‌লার
খেলে জাগ্‌লিং,
সাঁঝবেলা গাছ থেকে
দেখে ন্যাড়া ভূত
মগডালে উঠে ডাকে
আয় ট্যারা ভূত,
খেলা দেখে দুই ভূত
হয় কিম্ভুত
মজা দেখে খুশি হয়ে
বলে অদ্ভুত!
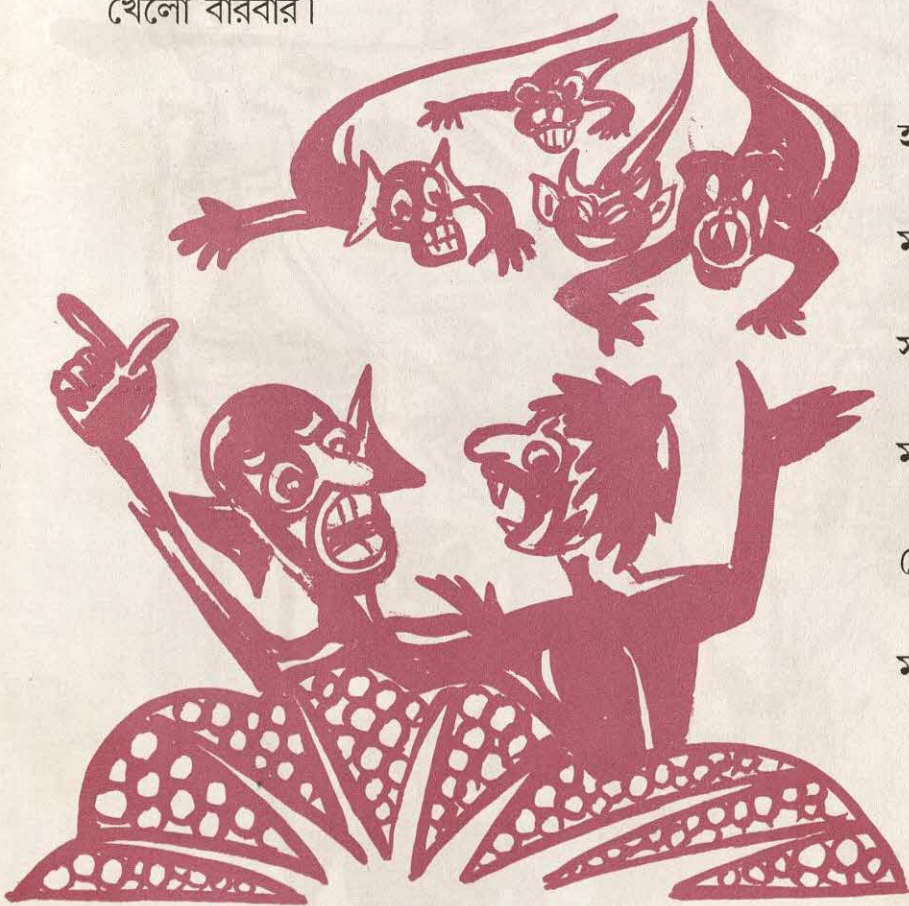
ভয় পেলেই ধরবে ভূত

বাড়ির ছাতে সকাল সাঁঝে
হাজির হয় শতেক ভূত,
দেখতে তারা বেজায় কালো
ঠিক যেন ঐ যমের দূত।
নাচতে থাকে হাত-পা ছুঁড়ে
গাইতে থাকে বিকট সুরে,
যা খুশি তাই করতে থাকে
যা কিছু পায় খেতেই থাকে।
খেতেই থাকে খেতেই থাকে
সমাজে যা খাবার আছে,
যা পাওয়া যায় দিনে রাতে
হাট বাজারে কিংবা গাছে
আমরা সবাই ভয়ের চোটে
লুকিয়ে থাকি সকাল সাঁঝে,
সেই কারণে শতেক ভূত
দাপিয়ে বেড়ায় এই সমাজে।
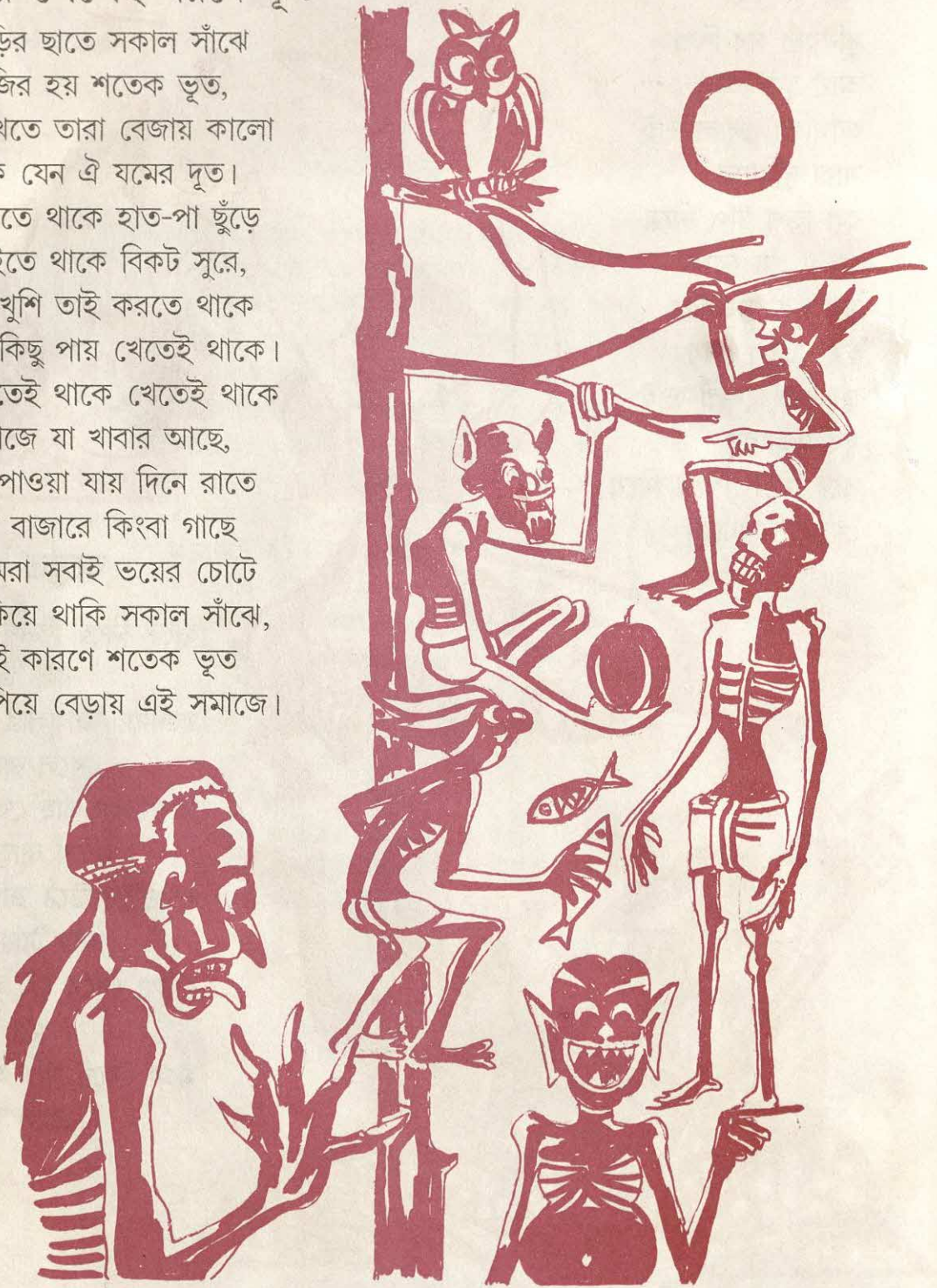
খাওয়া ভুলে

এটা খায় ওটা খায়
খোকা খালি খেয়ে যায়
খাওয়া ছাড়া কোন বার
জানে নাকো কিছু আর
ওই খোকা এক দিন
দেখে এল জাগ্‌লিং
খেলা দেখে মজা পেয়ে
খাওয়া দাওয়া ভুলে গিয়ে
পর পর সাত দিন
দেখে যায় জাগলিং।

ফিতের নাচন

খোকন বাবু ফিতে ঘুরিয়ে যেমনি খেলা করলো
খুকুণ মণি ঘোমটা দিয়ে জমিয়ে নাচ ধরলো
ব্যাপার শুনে সবাই মিলে করলো শুরু আসতে
হাল্কাভাবে চুমু খেয়ে ওদের ভালবাসতে
দাঁড়ের থেকে কালো কোকিল রইলো বেশ তাকিয়ে
ঘোমটা দিয়ে রঙ্গিন টিয়ে শিষটি দিল জাঁকিয়ে
পেখম মেলে ময়ুর এসে জমিয়ে বেশ নাচলো
তাইনা দেখে মোটা দিদুন হাঁফটি ছেড়ে বাঁচলো
শেষকালেতে দাদুর নাকে সাঁনাই বাঁশি বাজলো
সব মিলিয়ে আসরখানা ভালই বেশ সাজলো।
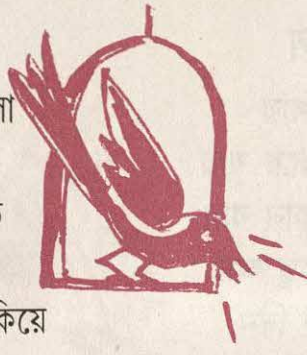
কিম্ভুত কাণ্ড

ডিং ডিং ডিং ডিং
মজা কোরে জাগলিং
খেলে যায় জাগলার
রোজ রাতে বার বার
পাঁচ ছ'টা গেছো ভূত
আট ন'টা মেছো ভূত
দেখে নিয়ে জাগলিং
নেচে যায় ধিন্ ধিন্
ন্যাড়া ভূত গ্যাঁড়া ভূত
রোগা ভূত মোটা ভূত
ছুটে এসে সব ভূত
হয়ে যায় কিম্ভূত।
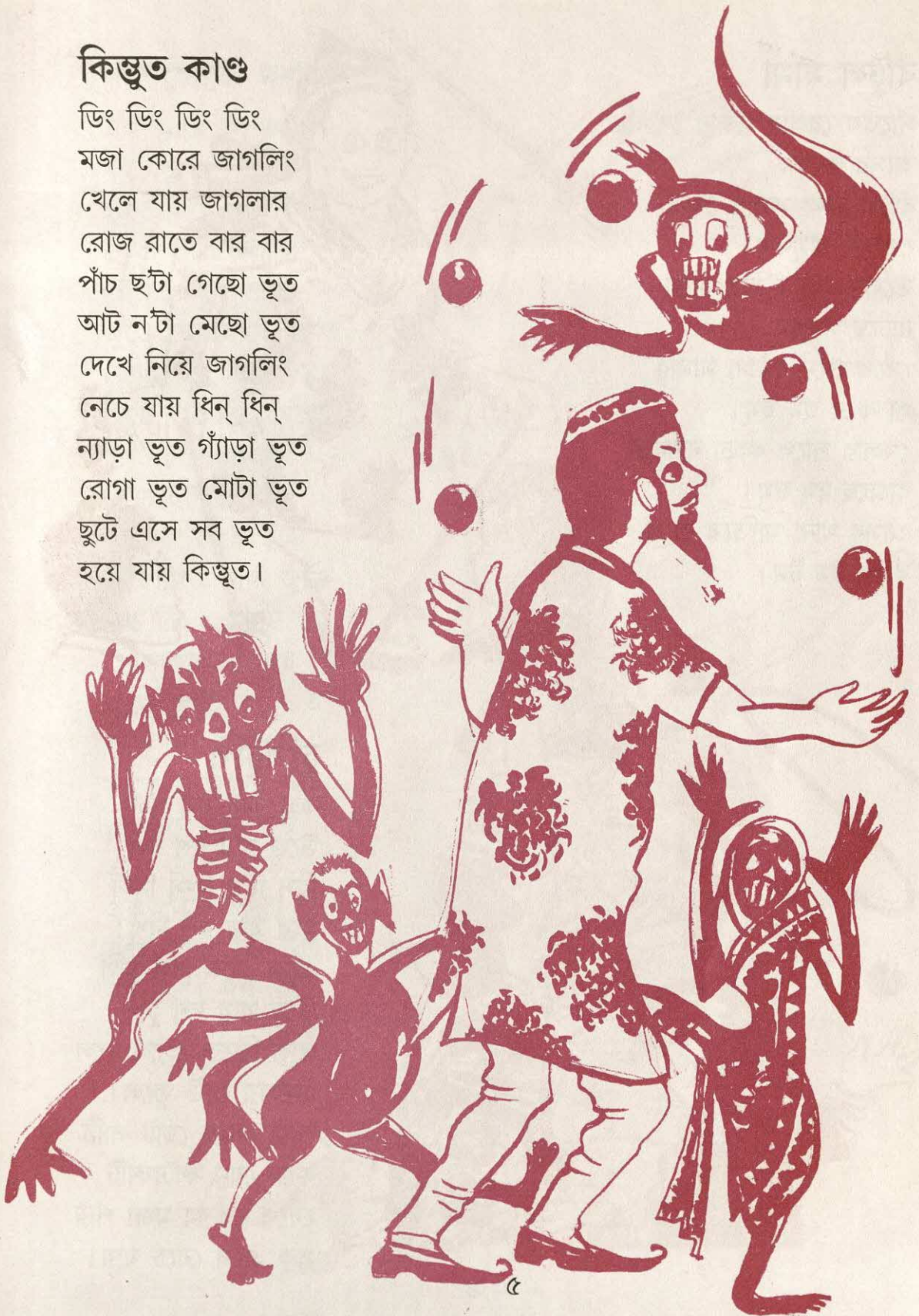
বাঁটুল মামা

সাঁঝের বেলায় মজার খেলায়
আসর রমরম
বাঁটুল মামা মজার খেলা
খেলছে ঝম্‌ঝম্‌।
তলোয়ারটা ঘুরিয়ে দিয়ে
নাচছে গম্‌গম্‌
দেখে শুনে ভোঁদা মামার
গা করে ছম্‌ ছম্‌।
খেলার সাথে কাড়া নাকাড়া
বাজছে দম্‌ দম্‌।
আসর খানা মাতিয়ে রাখে
বাঁটুল টম্‌ টম্‌।

চুপিচুপি

কল্‌ কল্‌ খল্‌ খল্‌
উড়ে যায় দশ বল
হিস্‌ হিস্‌ ফিস্‌ ফিস্‌
ঘুরে যায় দশ বিশ্‌।
একে একে চুপি চুপি
উড়ে যায় দশ টুপি
লাল ফিতে হেলে দুলে
চমকায় ঢেউ তুলে।
লাফ খেয়ে ছোট লাঠি
করে যেন ফাটাফাটি
দেখে খোকা মজা পায়
খুকু এসে নেচে যায়।

নয় থেকে দশ

এক আছে জাগ্‌লার
খুব বড় খেলোয়াড়
হাতে নিয়ে দশ রিং
খেলা করে জাগলিং
দুই রিং এক সাথে
জুড়ে দেয় হাতে হাতে
জোড়া রিং তিনে এসে
জুড়ে যায় নিমেষেতে
তিন রিং আরবার
জুড়ে হয় রিং চার
চার রিং দিলে ছুঁড়ে
পাঁচ রিং-এ যায় জুড়ে
পাঁচ রিং-এ জুড়ে হয়
গোলাকার রিং ছয়
জুড়ে জুড়ে রিং সাত
করে দেয় জলভাত
সাতে জুড়ে হয় আট
একবারে ফিট্‌-ফাট্‌
একে একে জুড়ে হয়
এক থেকে পুরো নয়
শেষ কালে ডিং ডিং
নয় থেকে দশ রিং!

ভূতের নাচ

কালকে রাতে বাড়ির ছাদে
ব্যাপার হলে এই
চাচামশাই মজার খেলা
করলো শুরু যেই।
দশ বারোটা ভূত পেত্নী
গাছের মগ্‌ডালে
গানের সাথে তিড়িং বিড়িং
নাচলো তালে তালে।
নাচের চোটে গগন ফাটে
চটাং চটাং ফট্
গাছের ডাল ফেললো ভেঙ্গে
মটাং মটাং মট্।
লাফিয়ে শেষে আসলো ছাদে
করলো ধুপ ধাপ্
ব্যাপার দেখে চাচামশাই
হলেন চুপচাপ।
শেষকালেতে চাচামশাই
সাহস এনে বুকে
মারলো লাঠি সবার মাথায়
পড়লো তারা ঝুঁকে।
অবশেষে হল সবাই
এক্কেবারে কাৎ
দাদু দিদুন দেখে শুনেই
বললো ক্যায়া বাৎ।

বরষা মেয়ে, বাদলসোনা

বৃষ্টি ঝরে টাপুর টুপুর
দুষ্টু ভরা হাসি
তারই সাথে বাদল সোনা
খেলছে হাসি রাশি।
আকাশ জুড়ে হাত-পা ছুঁড়ে
মেঘের হাঁক ডাক
তারই মাঝে টুপির খেলা
হচ্ছে থাক থাক,
বাদল সোনার খেলা দেখে
সূর্য্যি মামা ওঠে
তাই না দেখে বরষা মেয়ে
ফুলের মতো ফোটে।

একবার আয়

আয় আয় জাগ্‌লার
একবার হেথা আয়
খোকাসোনা তোর খেলা
দেখে বড় মজা পায়।
কবে সেই এসেছিলি
খেলেছিলি জাগ্‌লিং
খোকাসোনা দেখেনিয়ে
নেচেছিলো ধিন্‌ধিন্‌।
সেই থেকে মাঝে মাঝে
লুফে যায় বল রিং
একবার এসে আজ
খেলে যা রে জাগ্‌লিং।

ময়নার বায়না

খুকুমণির ময়না
ধরেছে আজ বায়না,
মজার খেলা দেখতে যাবে
দেরী তো আর সয়না।
খুকুর কাছে বলছে এসে
এমন খেলা হয়না,
সে সব খেলা দেখলে পরে
কভু ভোলা যায় না।
লেজ নাড়িয়ে বলছে ফের
চাইনা সোনার গয়না
এখন খেলা দেখতে হবে
এক মাত্র বায়না।

বটুক মামা

বটুক মামা ভুঁড়ি দুলিয়ে
খেলতে প্রায় নামতো
দারুণ শীতে দরদরিয়ে
খেলার সময় ঘামতো
আসর ছেড়ে সবাই গেলে
তবেই বটুক থামতো
যতই ভাল খেলুক মামা
পায়নি কোনও দামতো

মাম্‌দোর কাণ্ড

চাচা রোজই বানর নিয়ে
খেলা দেখায় ফুটপাতে
কাল হঠাৎই বন্ধ হলো
ফালতু এক উৎপাতে
ভূতের ছেলে মাম্‌দো ব্যাটা
বেজায় কালো মোটা সোটা
লাফিয়ে এসে লাগলো খেতে
বানর দুটো গোটা গোটা
ভয়ের চোটে করল না কেউ
এতোটুকু নড়াচড়া
নিমেষেতেই সবার চোখ
হয়ে গেল ছানাবড়া
হঠাৎ চাচা বুঝতে পারে
মাম্‌দো ব্যাটার মার প্যাঁচ
সোজা এসেই তলোয়ারটা
চালিয়ে দিল খ্যাঁচ্‌ খ্যাঁচ্‌
আনন্দেতে বানরদুটো
বেরিয়ে এলো চট্‌পট্‌
সবাই মিলে খুশ মেজাজে
মারলো তালি ফট্‌ফট্‌
চাচা আবার মজার খেলা
করলো শুরু নন্দনে
খেলা দেখে সবার মুখে
ফুটলো হাসি স্পন্দনে।
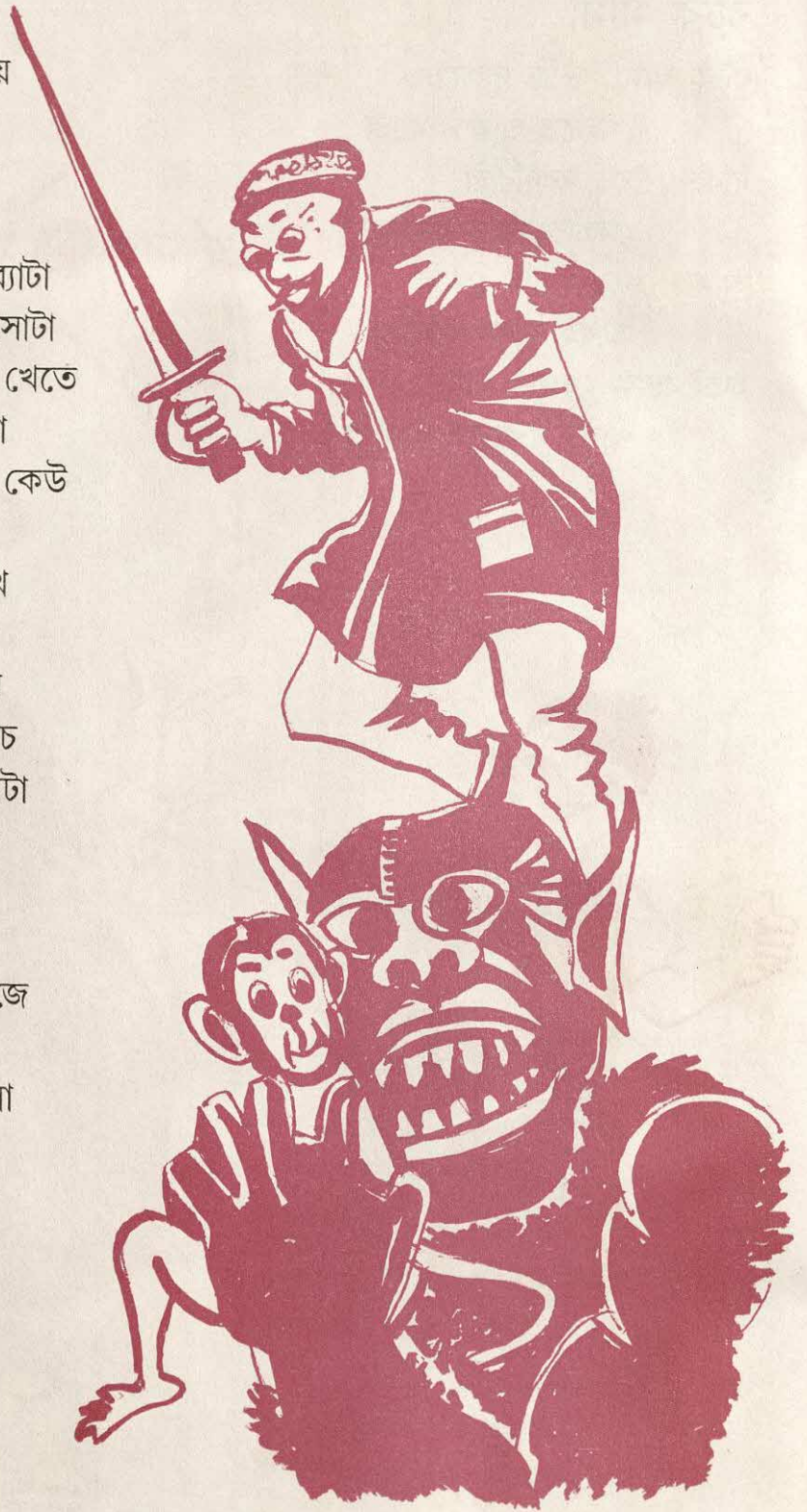
জয় বাবা হুলো

লুফছে হুলো পাঁচটা বল
লুফছে হুলো অনর্গল
কোমর বেঁধে, করছে বড়াই
দেখছে মিনি, গবু, গড়াই
দেখছে যত লাগছে বেশ
টানছে হুলো খেলার রেশ
এমন সময় দুষ্টু ছেলে
ঢিল ফেললো হুলোর কোলে
ভীষণ রেগে গেল গদাই
রাগলো গবু রাগলো ভোঁদাই
হুলোর কিন্তু রাগটি নেই
খেলা চলায় খামতি নেই
চালিয়ে গেল মজার খেলা
বুঝলো সবাই শেষের বেলা

কতটা বাকী

এই যে খোকা যাচ্ছে কোথা
একটু থেমে যাও
মজার খেলা খেলছি আমি
মজাটা দেখে নাও
চারটে বল দু'হাত দিয়ে
লুফছি ফটাফট্
আকাশ পানে উড়িয়ে দিয়ে
ঘুরছি চট্টাপট্
বলগুলো ঐ পরের পর
উড়ছে আকাশেতে
খোকন বলে, কতটা বাকী
চাঁদের কাছে যেতে?

ভক্তি

অদ্ভুত ঘটনাটা কাল যেই ঘটলো
নিমেষেই ওই কথা চারিদিকে রটলো।
রোজ রোজ আকাশেতে বহু ডিশ্ ভাসতো
ক্রমে ক্রমে চাচাজীর হাতে চলে আসতো।
উড়ে আসা সব ডিশ্ চাচা ঠিক ধরতো
হেসে হেসে নেচে নেচে খেলা বেশ করতো।
কালছিল সব ডিশে ফুলমালা ভর্ত্তি
ভগবান দিয়েছেন এটা ঠিক সত্যি।
এত বড় সম্মান হেলাফেলা নয়রে
ভালো কাজে ভালো ফল সব কালে হয়রে।
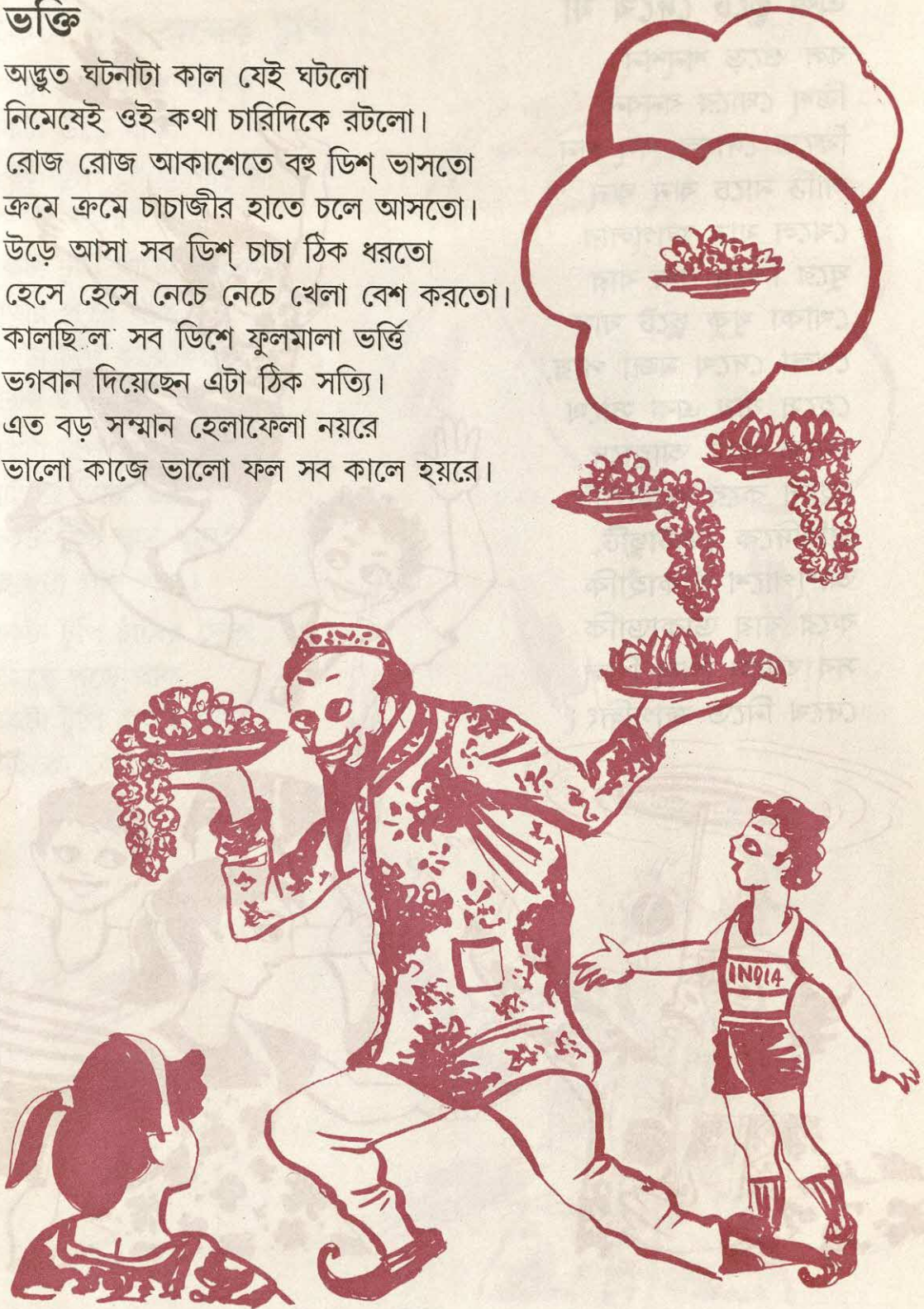
এক ছুটে দেখে যা

বল ওড়ে শন্‌শন্‌
ডিশ্ ঘোরে বন্‌বন্‌
ফিতে দোলে পন্ পন্
লাঠি নাচে ঝন্ ঝন্
খেলে যায় জাগ্‌লার
ঘুরে ফিরে বার বার
খোকা খুকু ছুটে যায়
খেলা দেখে মজা পায়,
হেসে যায় এক সাথে
মেতে ওঠে আহ্লাদে
হেসে করে লুটোপুটি
চারিদিকে ছোটাছুটি,
আশ্‌পাশে হাঁকাহাঁকি
করে যায় ডাকাডাকি
সব আসে পিল্ পিল্
দেখে নিতে জাগ্‌লিং।
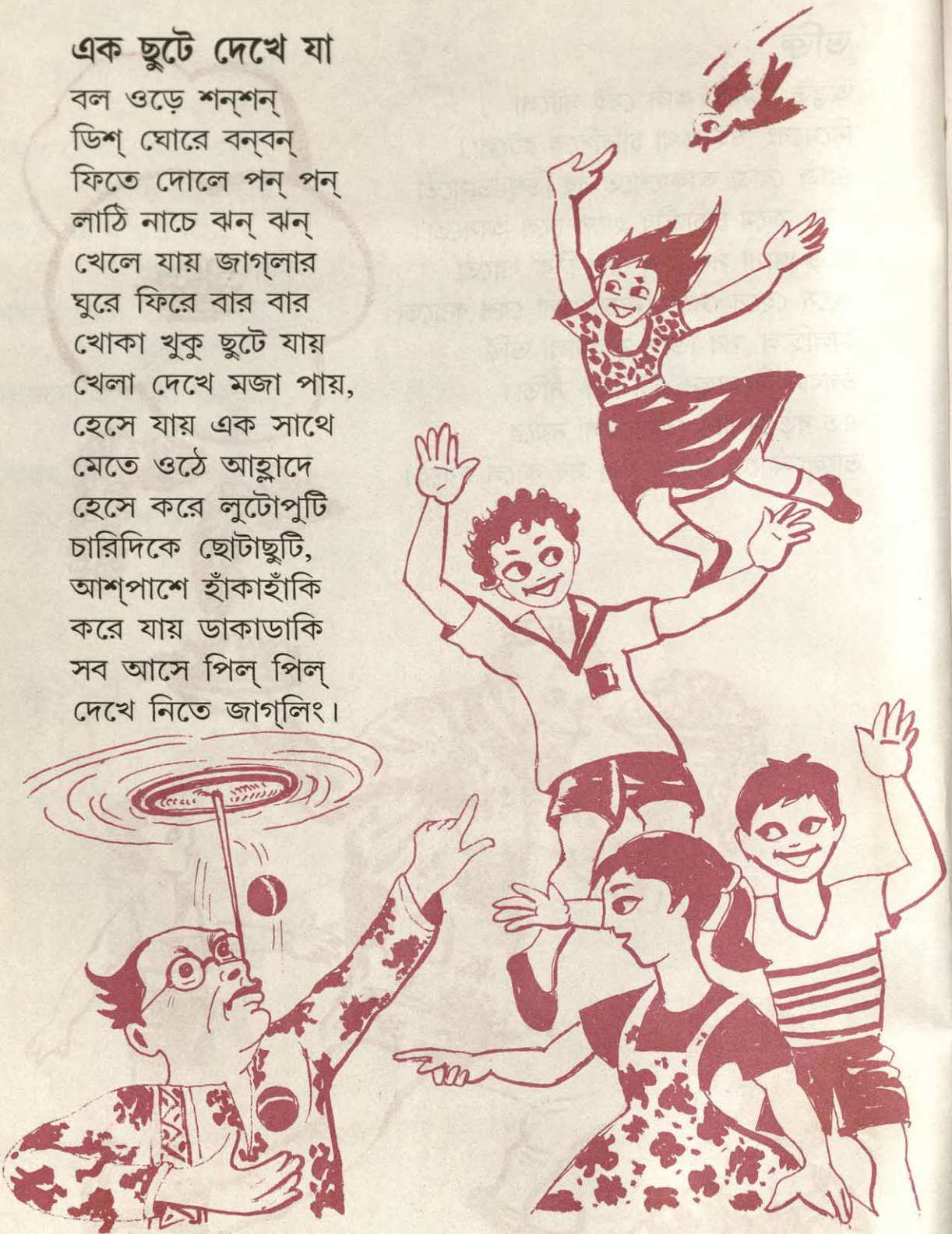
একটা টুপি-অনেক টুপি

একটা টুপি হাতে থাকুক
একটা উড়ে যাক্
একটা টুপি খেতে থাকুক
কেবল ঘুরপাক
একটা টুপি থাকে থাকুক
মাথার প রে থাক
একটা টুপি করে করুক
দারুণ হাঁকডাক
একটা টুপি মাথায় পড়ুক
লাগিয়ে দিয়ে তাক্
একটা টুপি ঘুরে ঘুরেই
হোক্‌না লাখ্ লাখ্।
একটা টুপি চাঁদের দেশে
ঘুমিয়ে পড়ে থাক
একটা টুপি এক'শ টুপি
নেইকো কোনো ফাঁক।
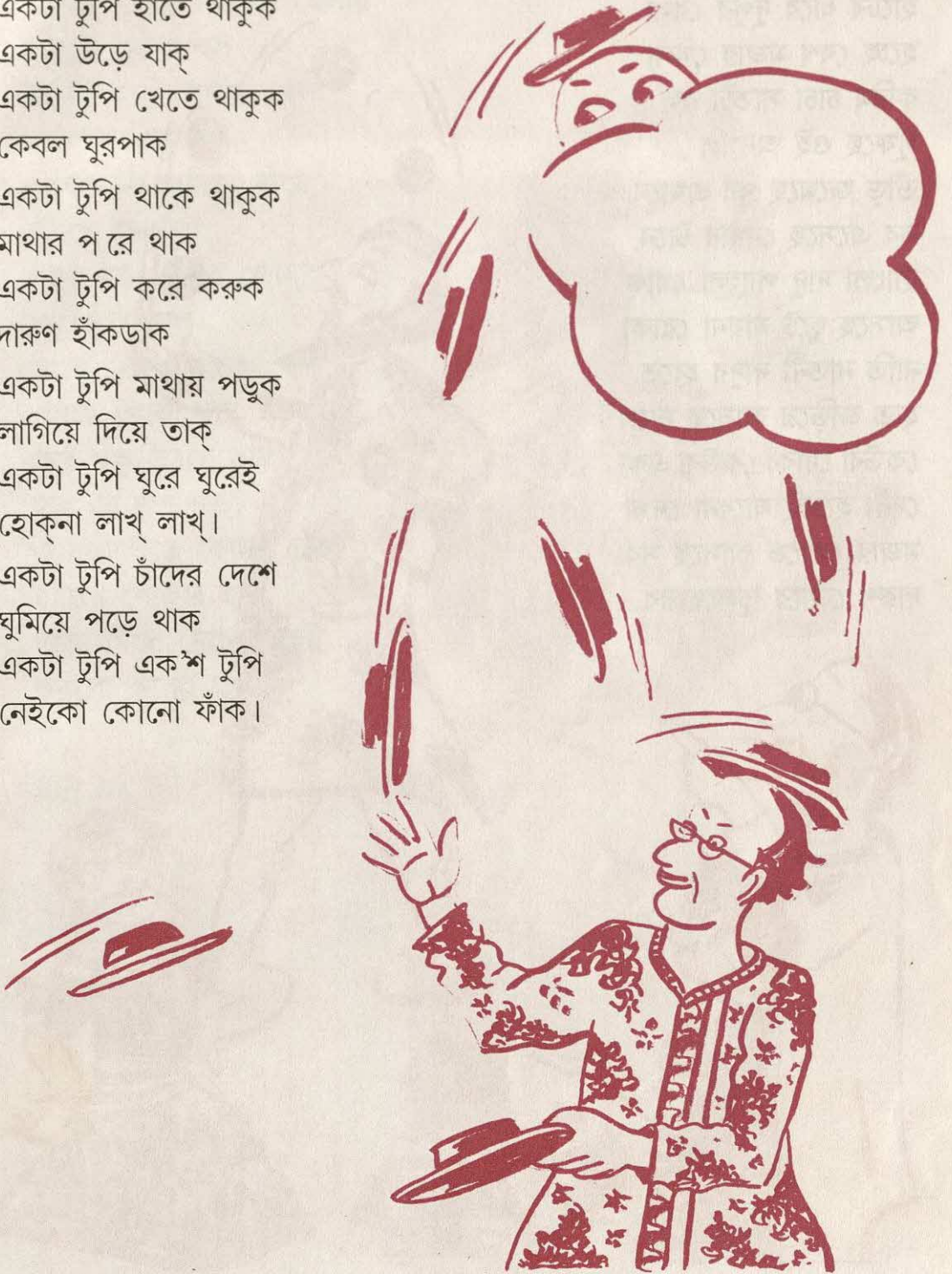
কি মজা

হাটের ধারে দুপুর বেলা
হচ্ছে বেশ মজার খেলা
করিম চাচা সাতটা বল
লুফছে ওই অনর্গল
ভীড় জমেছে খুব এখানে
সব এসেছে দেখার টানে
হ্যাংলা দাদু প্যাংলা খোকা
আসছে ছুটে যায়না রোকা
নাতি নাতনী দাদুর হাতে
হাত জড়িয়ে আসছে সাথে
কেউবা দোকা কেউবা একা
দেরী হলেই যাবেনা দেখা
মজার লোভে আসছে সব
দারুণ জোরে তুলছে রব

আসর মাত

শীতের বেলায় গ্রামের মেলায়
লুফ্‌ছে খোকা বল
হাজির হয়ে দেখছে খেলা
ছেলে-বুড়োর দল।
আসরখানা মাতিয়ে দিয়ে
নাচছে অনর্গল
খুকুর মনে খুশির জোয়ার
করছে ঝল্‌মল।
সবার থেকে 'বাহবা বেশ্‌'
পাচ্ছে খোকা যত
গর্বে খুকু উঠছে ভরে
তার চে শত শত।
শেষকালেতে কোমর বেঁধে
ধরলো খোকার হাত
দুজন মিলে নেচে নেচেই
করলো আসর মাত।

কেয়াবাৎ

বল ওড়ে ডিশ্ ঘোরে
নাচে জাগ্‌লার,
তালে তালে ডুগ্ ডুগি্
বাজে বারবার।
নাচ দেখে খুকুমণি
নেচে করে মাত,
দাঁড়ে বসে কাকাতুয়া
বলে কেয়াবাৎ,
লেজ তুলে পুষি নাচে
ধিন্‌তা-তাধিন্,
খুকুমণি ধরে গান
জাগ্ জাগ্‌লিং।
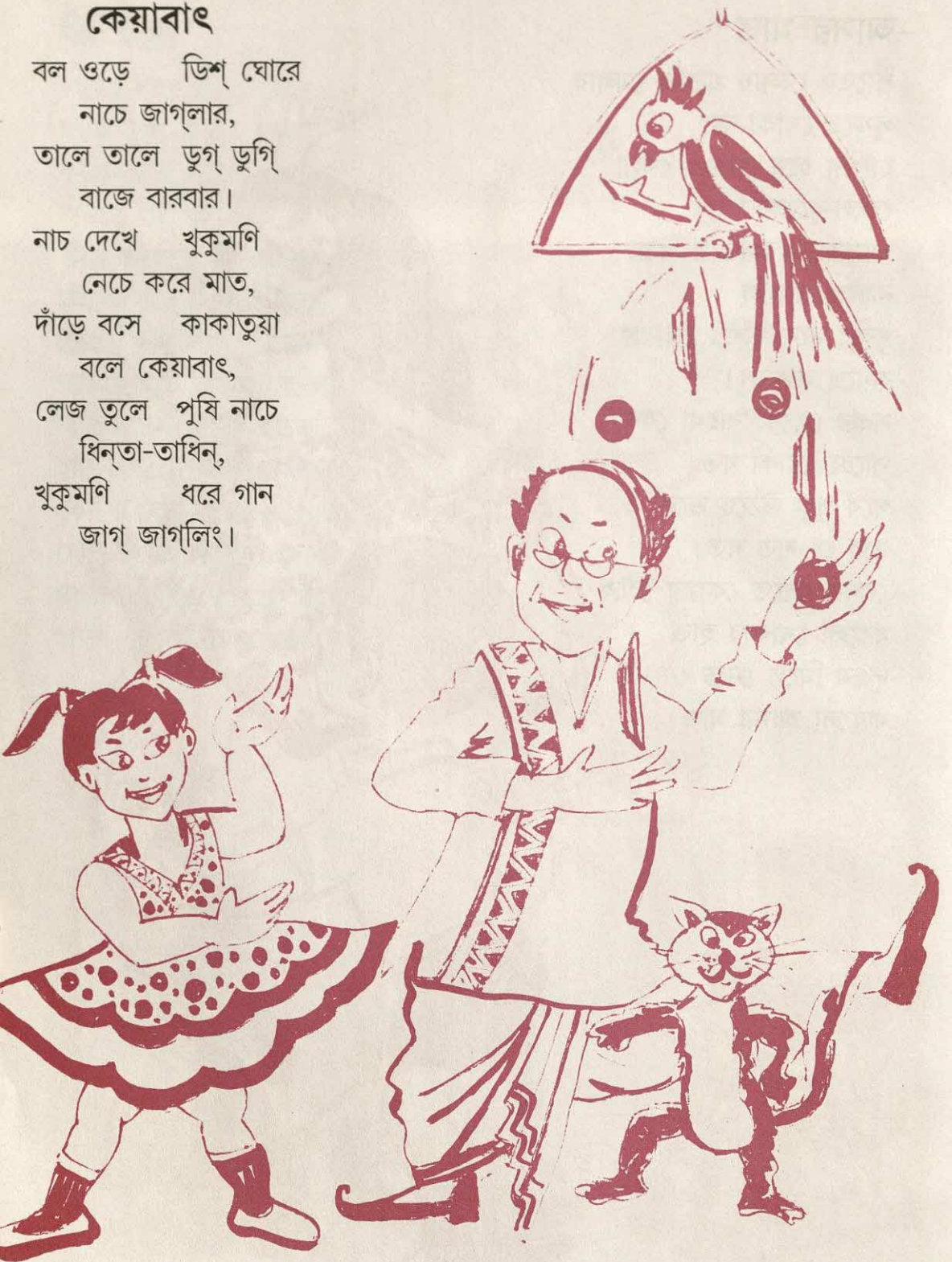
হিংসুকুটে

হাঁদারাম বল ডিশ্
লোফা লুফি করে
ভোঁদারাম তাই দেখে
হেসে কেশে মরে।
বেচারাম নেচে নেচে
ঢোলক বাজায়
কেনারাম সামনেতে
লাফিয়ে বেড়ায়।
খ্যাঁদারাম ছুটে এসে
ডিগ্‌বাজী খায়
হাঁদারাম একমনে
তবু খেলে যায়।
কোনো দিকে দেখেনাকো
হাঁদারাম ভাই
যত খুশি বাধা দিক
ফল কিছু নাই
বাধা দিক, বাধা দিক
ধর দশ খুঁত
নিজেরাই হয়ে যাবে
হিংসেতে ভূত!

নাচ্‌রে বাঁদর

বল উড়িয়ে ডিশ্‌ ঘুরিয়ে
খেললো জাগ্‌লার,
তাল মিলিয়ে বাঁদর দুটো
নাচলো বার বার।
ওই না দেখে বলটা নিয়ে
লুফলো খুকুমণি,
ঢং দেখিয়ে খোকন সোনা
বাজালো ঝুমঝুমি।
রাঙাদাদু রাঙাদিদা
দাঁড়িয়ে পাশাপাশি
হা হা করে ফোক্‌লা মুখে
করলো হাসাহাসি।
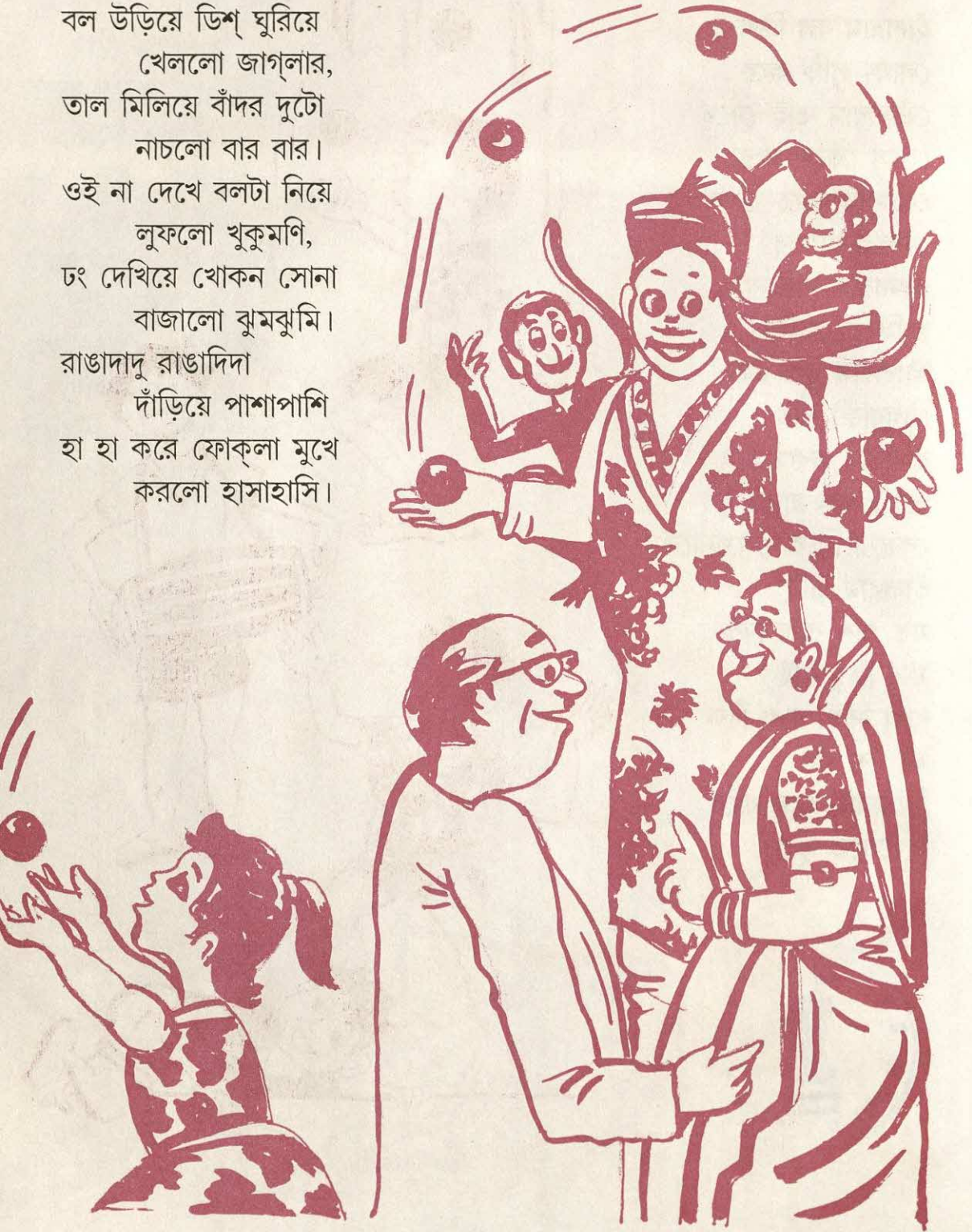
মাদারি

ও মাদারি ও মাদারি
তোমার কাঁধে কিসের ঝোলা?
দেখাও যদি আমায় তুমি
খাইয়ে দেবো বাদাম ছোলা!
ও মাদারি ও মাদারি
আমার মনে লাগছে দোলা,
দেখিয়ে খেলা করলে খুশি
দেবোই খেতে ছাতুর গোলা
শোনো মাদারি ও মাদারি
আমার মনের দরজা খোলা,
আসতে যদি চাওগো তুমি
পাঠিয়ে দেবো চর্তুদোলা।

এবার শীতে

শোনরে সবাই চাচা মশাই
মজার খেলা নিয়ে
এবার শীতে গড়ের মাঠে
আসবে পাড়ি দিয়ে
বাবার সাথে চাচার কাছে
শিখতে যাবো ভাই
শুরু থেকেই ভালোভাবে
শিখবো সবটাই
কেমন করে পাঁচটা বল
আকাশ পানে ওড়ে
কেমন করে দশটা ডিশ্
ছড়ির পরে ঘোরে
দারুণ মজা হবে সবার
ডিডাং ডিং ডিং
দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক
মজার জাগ্লিং।
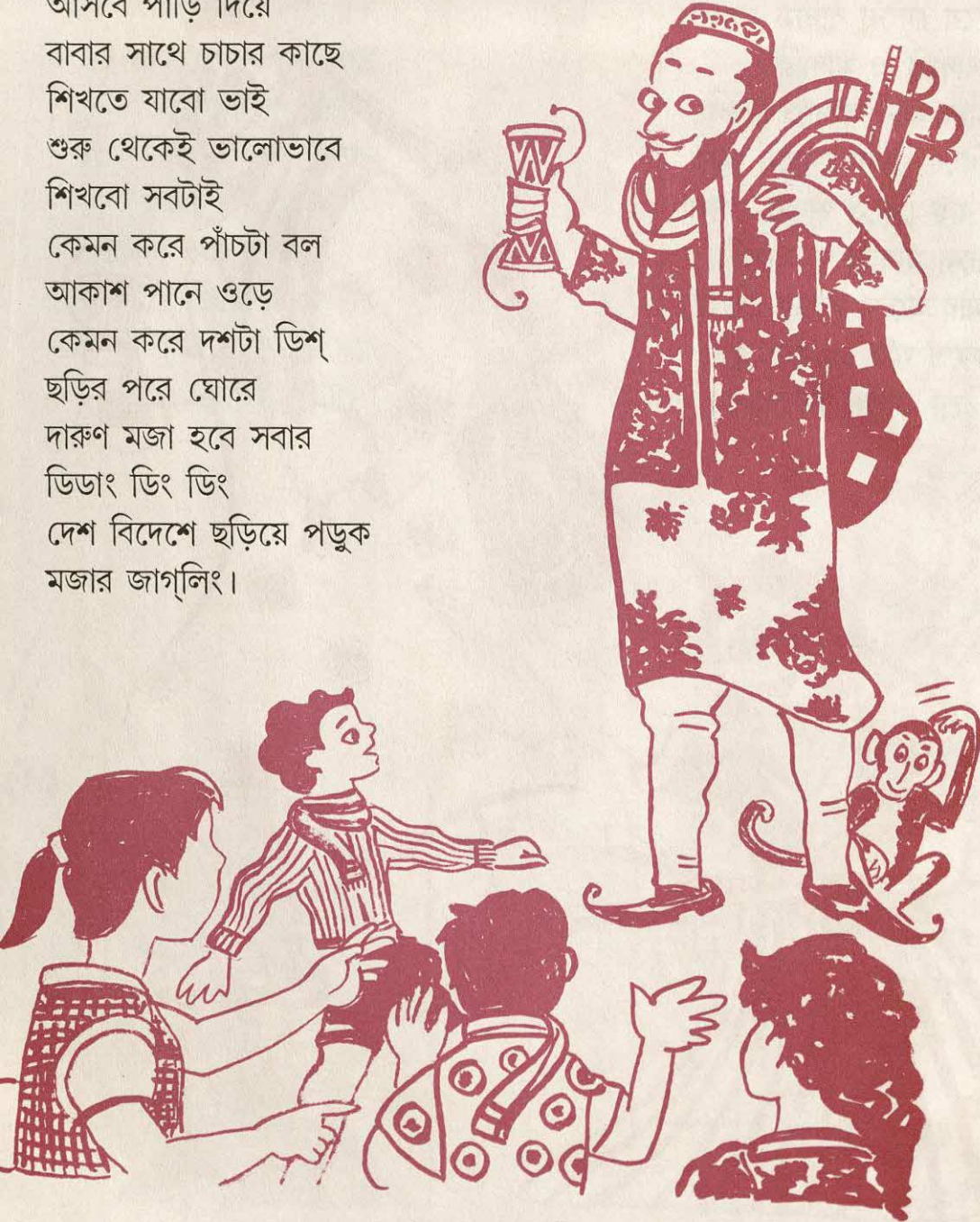
জ্যাঠার বিপদ

দুদিন ধরে জ্যাঠার ছাতে
অন্ধকারে গভীর রাতে
দশটা ভূত হাত-পা ছুঁড়ে
এক'শ বল লুফছে ঘুরে।
সকাল থেকে জ্যাঠা মশাই
ভাবছে বসে একা একাই
ভূতগুলোকে ডাণ্ডা মেরে
দিতেই হবে ঠাণ্ডা কোরে।
রাতের বেলা নিয়ে ঝুঁকি
যেমনি জ্যাঠা মারলো উঁকি
দেখেই তারা রেগেই টং
বললে—ব্যাটার বড্ড রং।
ঘাড়টা ধরে দশটা ভূতে
ফেলতে গেল জ্যান্ত পুঁতে
ওদের ওই চাপের চোটে
জ্যাঠার গলায় হেঁচকি ওঠে।
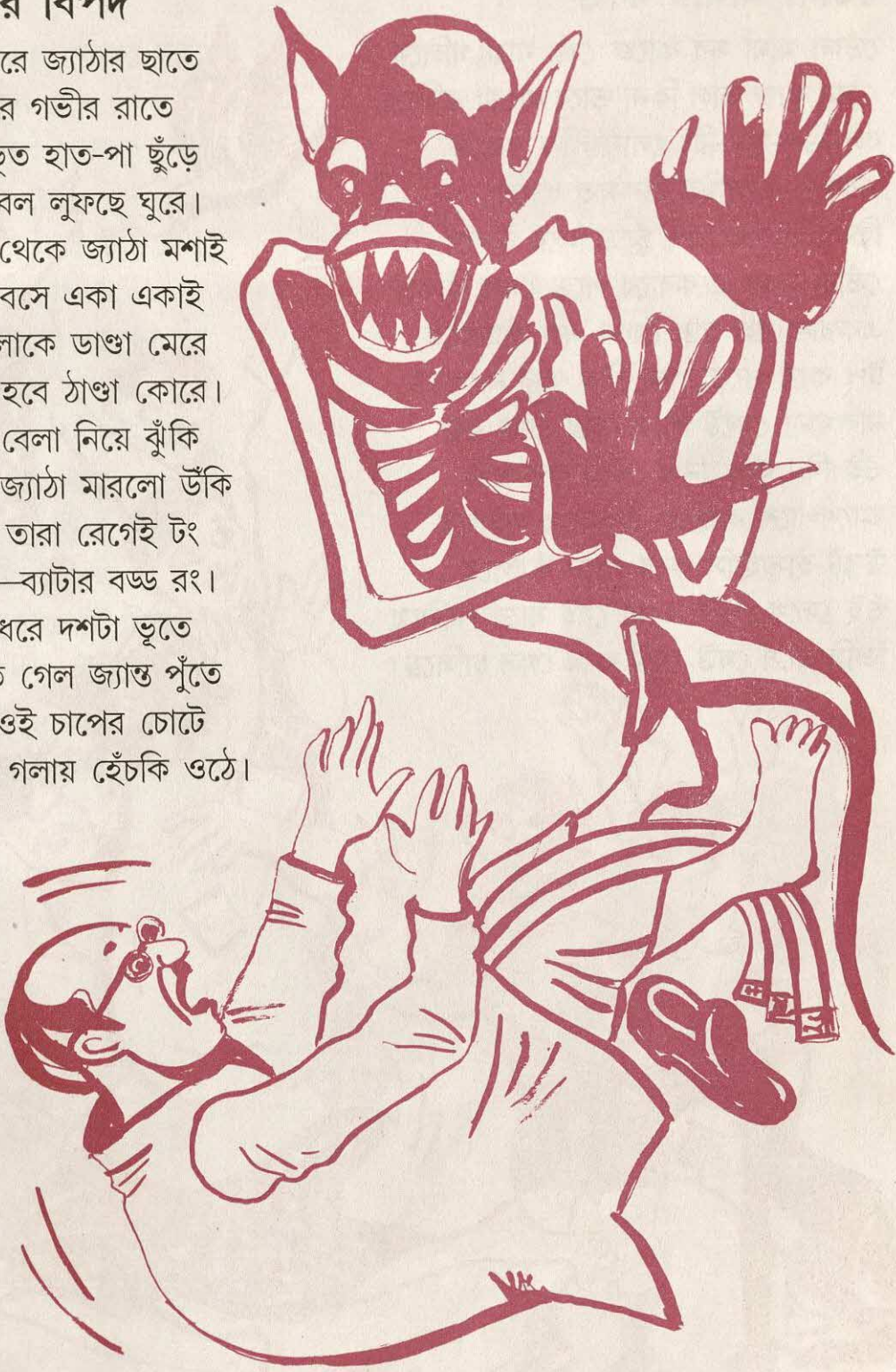
ভোঁদা মামার কাণ্ড

ভোঁদা মামা সব কাজে দেয় নাক গলিয়ে
কোন কাজ ভাল কিনা ভাবে নাকো তলিয়ে
বল-ডিশ-ছুরি-রিং লোফালুফি করতে
একদিন এসেছিল ঠিকমত ধরতে
তিনখানা লাল বল ছুঁড়ে দিয়ে উপরে
ভোঁদা মামা একেবারে পড়ে গেল ফাঁপরে
একখানা বল হায় কোন এক ফাঁকেতে
টপ্ করে পড়ে গেল ঠিক তার নাকেতে
নাকখানা ফেটে গিয়ে ঝরে গেল রক্ত
ওই দিন বুঝে নিল খেলা কত শক্ত
আশেপাশে বাচ্ছারা একসাথে লাফিয়ে
উদ্ভট হাসাহাসি করে পাড়া কাঁপিয়ে
ওই দেখে ভোঁদা মামা যেই যাবে পালিয়ে
জিমি এসে ঘেউ ঘেউ করে গেল চালিয়ে।

শিঙ-রিং

খোকন সোনা খেলার মাঝে
করলো মজা বেশ
ব্যাপার দেখে পড়লো সেথা
হাসাহাসির রেশ,
হাত ঘুরিয়ে দিল উড়িয়ে
রিংটা জুড়ে রিং-এ
উড়তে উড়তে পড়লো রিং
খ্যাপা ষাঁড়ের শিং-এ,
চমকে গিয়ে শিং নাড়িয়ে
ছুটলো ধেড়ে ষাঁড়
একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল
শ্রীমান ভোঁদা ভাঁড়,
হঠাৎ দেখে তারই দিকে
আসছে তেড়ে ষাঁড়
তীরের বেগে ভোঁদা মশাই
হলেন পগার পার।

হাসাহাসি

হাতে নিয়ে বড় বড়
বল ডিশ্ রিং
হাঁদারাম সাঁঝবেলা
খেলে জাগ্‌লিং,
রিনি মিনি খেলা দেখে
বলে বেশ বেশ
হাঁদারাম খেলে যায়
করে নাকো শেষ,
কাল সাঁঝে ঘটে যায়
একটা ব্যাপার
খিলখিল হাসাহাসি
চলে চারধার,
হাঁদারাম লোফে যেই
একটু বেঠিক
রিনি মিনি হেসে ফেলে
ফিক্ ফিক্ ফিক্,
বলগুলো হাত থেকে
পড়ে যতবার
রিনি মিনি হেসে যায়
দশগুণ তার।

হুলো ভুলো টম্‌টম্

হুলো ভুলো টম্‌টম্
ছোরা হাতে রম্‌রম্
নেচে নেচে ঝম্‌ঝম্
এলো ওই গম্‌গম্
কাকাতুয়া থম্‌থম্
বুক করে ছম্‌ছম্
চোখ খোলে কম্‌কম্
ঢোল বাজে ডম্‌ডম্।

মাল্টি গেম

একটি ডিশ একটি রিং
একটি মুগুর নিয়ে
খোকন সোনা বৃত্তাকারে
লুফছে দু'হাত দিয়ে
একটি পাক ঘুরিয়ে দিয়ে
মুগুর আনে হাতে
হুলো বিড়াল কোমর বেঁধে
নাচছে তারই সাথে
খুশ মেজাজে দেখিয়ে খেলা
বাজার করে মাৎ
বাহবা দিয়ে সবাই বলে
পাকা খোকার হাত।

নাস্তানাবুদ

দ্যাখ্‌রে দ্যাখ্ ভোঁদার খেলা দারুণ হয়েছে
তিনটে বল লুফতে গিয়ে উল্টে পড়েছে
একটা ডিশ ঘোরাতে গিয়ে ছড়িটা ভেঙ্গেছে
লম্বা ফিতে নিজের গায়ে জড়িয়ে ফেলেছে
ঘুরন্ত লাঠি দাদুর টাকে সজোরে মেরেছে
ছোট্ট ছুরি লুফতে গিয়ে নাকটা কেটেছে
হাল্কা টুপি ছুঁড়তে গিয়ে নিজেই পড়েছে
দ্যাখ্‌রে দ্যাখ্ ভোঁদার খেলা দারুণ হয়েছে।
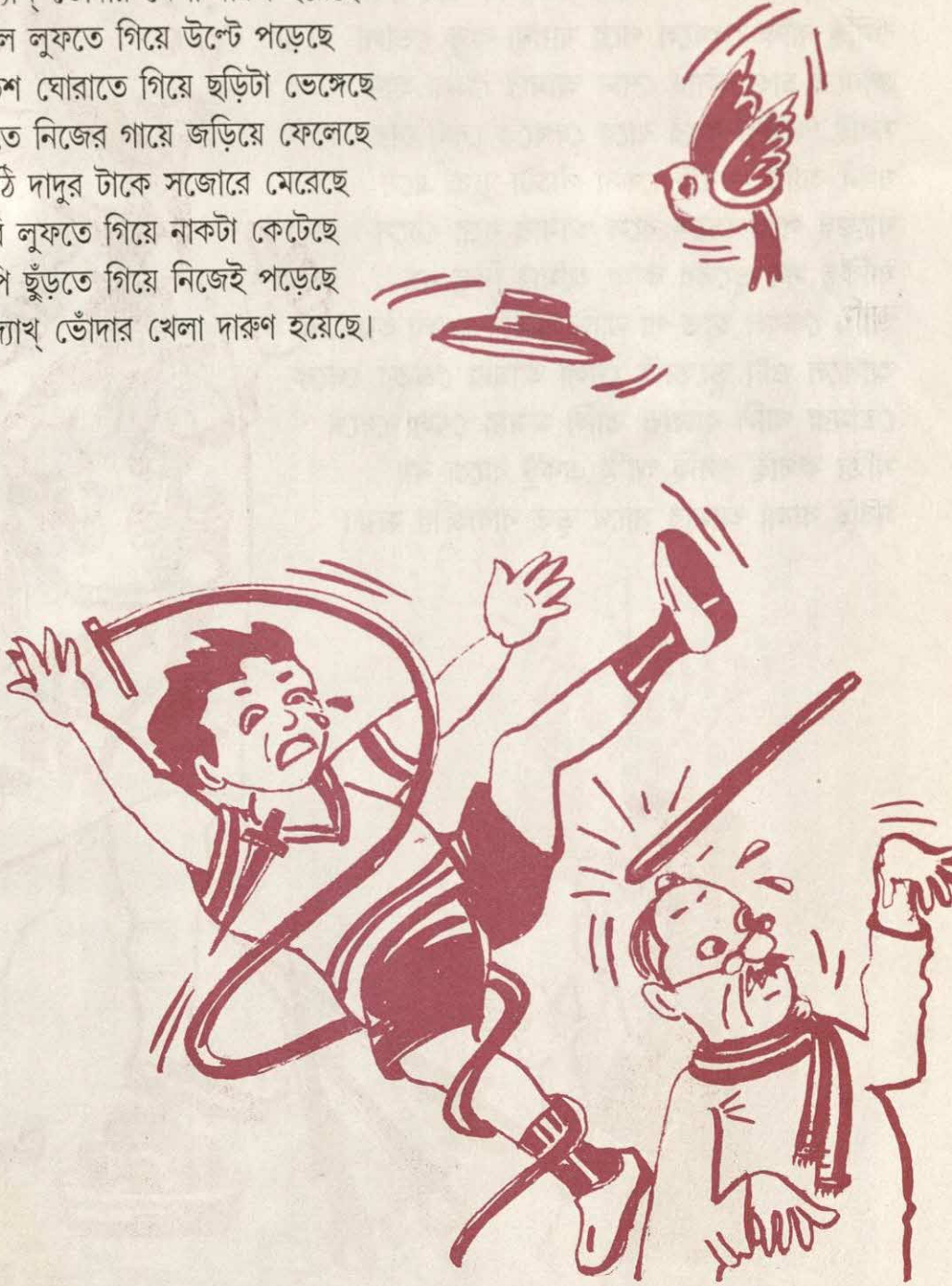
ভূত বাবাজীর জয়

আচ্ছা চাচা বলতে পারো এমন কি এই খেলা
শুনছি নাকি দেখলে পরে যায়না কভু ভোলা
জানতে চাও বলছি শোন আমার খেলা হায়
সবাই আজও বারে বারে দেখতে কেন চায়
যখন আমি দেখাই খেলা পাঁচটা ভূত এসে
ঘাড়ের পরে চেপে বসে আমায় ধরে ঠেসে
যাকিছু সব ভূতের কাজ আমার কিছু নয়
আমি কেবল হাত-পা নাড়ি অমনি খেলা হয়
আসলে ওটা ভূতেরই খেলা আমার ভেতর থেকে
তোমরা খালি বাজাও তালি মজার খেলা দেখে
সত্যি কথাই বলছি আমি একটু বাজে নয়
সবাই বলো আমার সাথে ভূত বাবাজীর জয়।
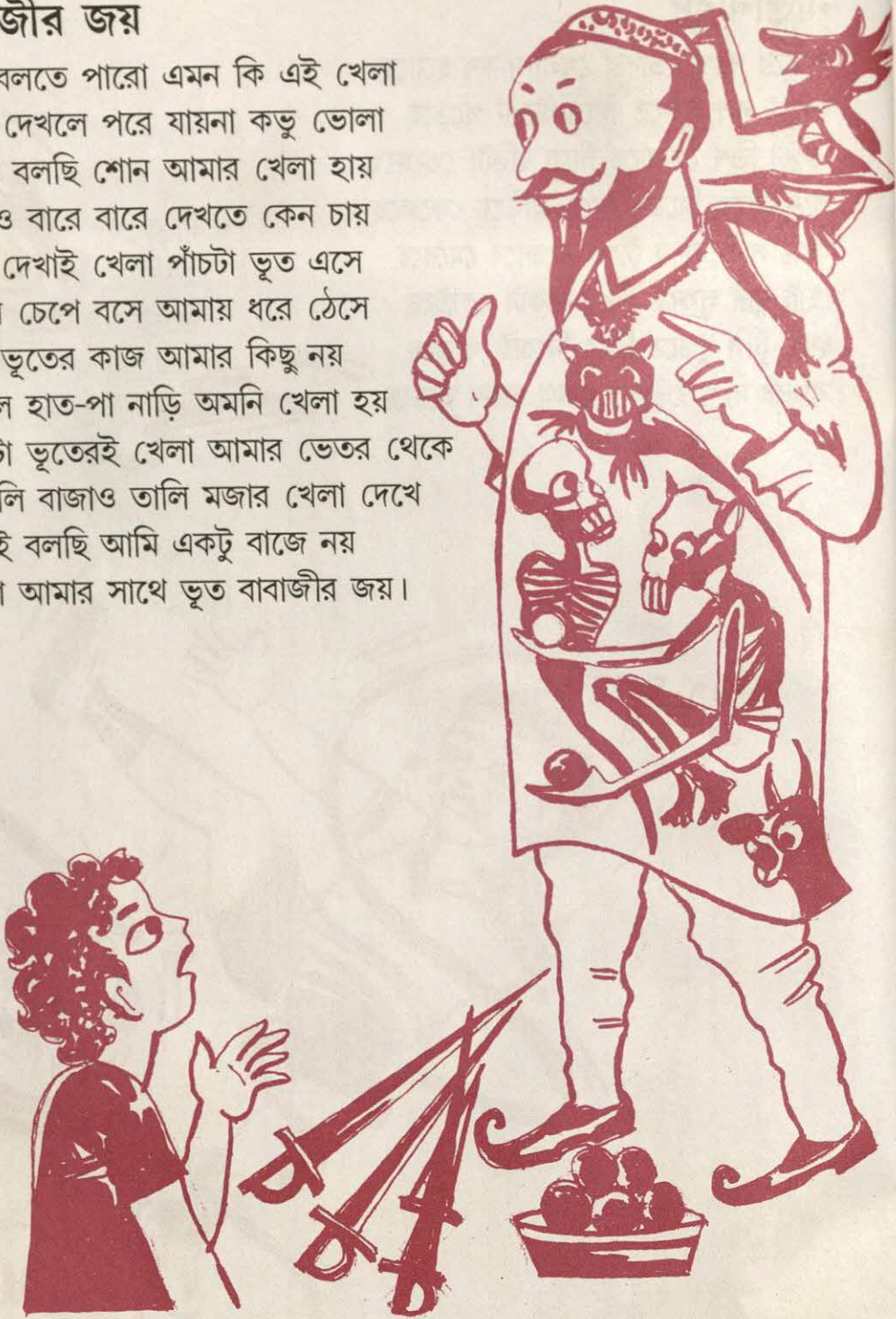
মজার খেলা

পাঁচটা বল উড়িয়ে দিয়ে
খোকন নেচে যায়
নাচের সাথে দেখায় খেলা
সবাই মজা পায়,
দেখতে খেলা হরিণ আসে
ফুলের মালা নিয়ে
খেয়াল গেয়ে শেয়াল আসে
টোপর মাথায় দিয়ে,
কোমর বেঁধে হুলো আসে
বাজিয়ে ঢাক ঢোল
সবার মাঝে বলতে থাকে
বলো হরিবোল,
গয়না পরে ময়না আসে
গাইতে থাকে বেশ
টায়রা পরে পায়রা এসে
টানে গানের রেশ,
খোকনবাবুর খেলায় মেতে
সবাই ঘিরে ধরে
সামনে গিয়ে খুশ্‌মেজাজে
তোয়াজ তাকে করে।
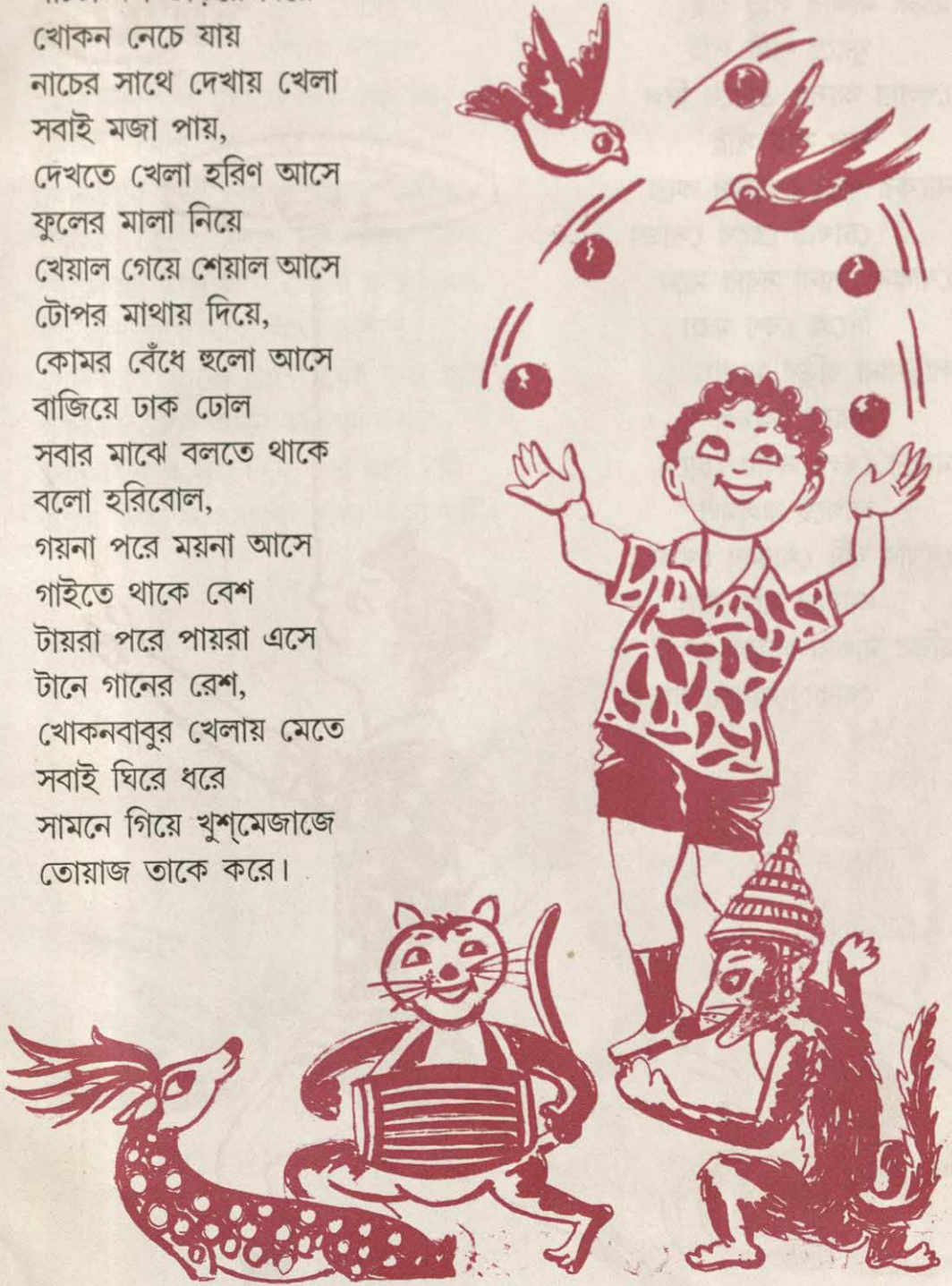
ঘুরন্ত লাট্টু

ছড়ির মাথায় লাট্টু ওই
ঘুরছে পাঁই পাঁই
খেলার আসর ভরিয়ে দিল
শব্দ সাঁই সাঁই
নাকের পরে ব্যালেন্স করে
চোখটি রেখে সোজা
খোকন সোনা সবার মনে
দিচ্ছে বেশ মজা
লাট্টুখানা ছড়ির মাথায়
করছে টল্‌মল্‌
মজার খেলা সবার চোখে
লাগছে ঝল্‌মল্‌
দেখবি যদি খোকার খেলা
আয়রে সবে আয়
ছড়ির মাথায় লাট্টুর খেলা
খোকা দেখিয়ে যায়।
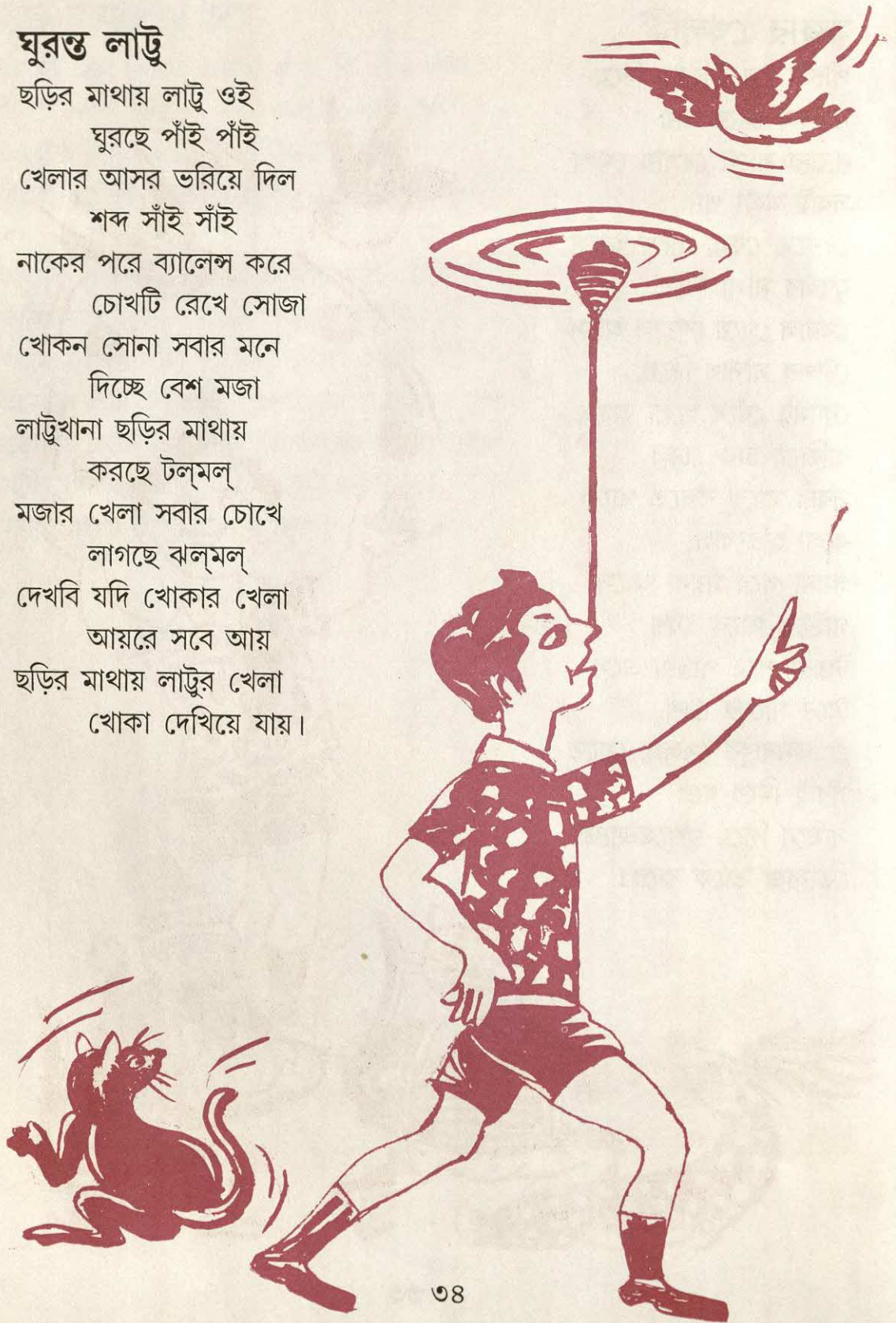
দুজনে

খোকাবাবু জাগলিং যেই খেলে যায়
খুকুমণি ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায়,
খোকাবাবু বল লোফে এক দুই তিন
খুকুমণি নেচে যায় ধিন্ তা ধিন্।
খোকাবাবু যেই লোফে একটু বেঠিক
খুকুমণি হেসে ফেলে ফিক্ ফিক্ ফিক্,
খোকাবাবু মনে মনে গোঁসা করে বেশ
খুকুমণি গিয়ে বলে খাও সন্দেশ
খোকাবাবু আরো রেগে যেই যায় সরে
খুকুমণি টেনে আনে হাতখানি ধরে,
খোকাবাবু বলে শেষে আর রাগ নাই
এসো আজ একসাথে খেলা করে যাই।

বন্ধু ভূত

রাতের বেলা যখন চাচা
খেলে জাগ্‌লিং
ভূত বাবাজী তখন এসে
বাজায় ডিং ডিং
আকাশ পানে উড়িয়ে দিয়ে
খান্‌-বিশেক রিং
হাত পা ছুঁড়ে সাত পা দূরে
নাচে টিং টিং
চাচার সাথেই শোওয়া বসা
খানা নাচ গান
সকাল সাঁঝে করেই যায়
ঢেলে মন প্রাণ
ভুলেও কভু ভূতের নামে
পেয়ো নাকো ভয়
ভূতের রাজা করেনা কভু
কোনো নয় ছয়
ভূতের সাথে তোমার ভাব
যদি গাড় হয়
জেনে রেখো সবখানেতে
সারা জীবন জয়।
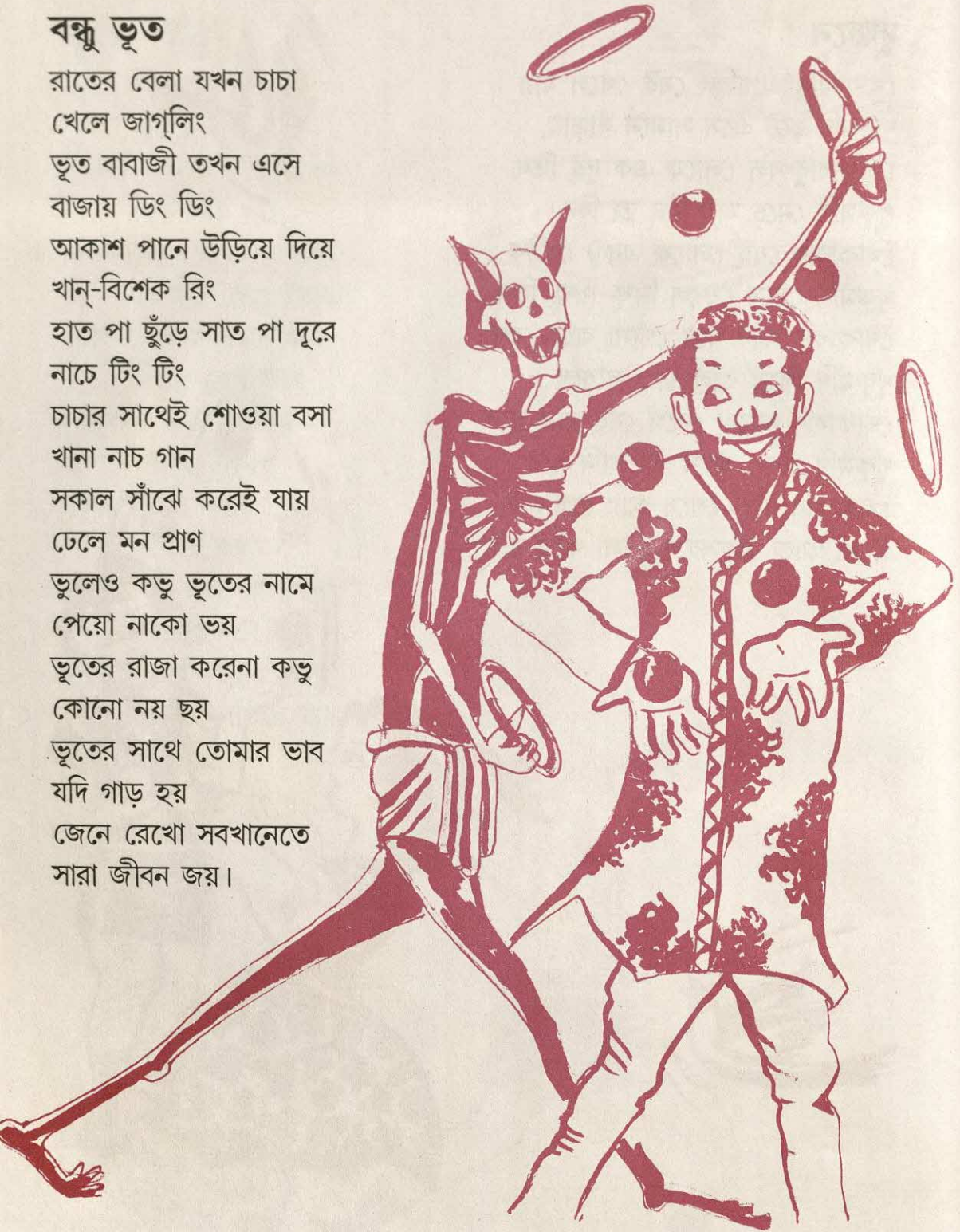
টাপুর টুপুর

টাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর
খেলছে খেলা বায়ুর সাথে
তাল মিলিয়ে বল ধরিয়ে
নিচ্ছে দাদু নাতির হাতে
বৃষ্টি পড়ে ক্ষেত খামারে
বৃষ্টি পড়ে খেলার মাঠে
বলগুলোকে লুফে লুফেই
খোকা সোনার দিনটা কাটে
ভিজে ভিজেই লুফছে বল
সকাল থেকে সাঁঝের রাতে
বৃষ্টি যত পড়ছে বেগে
খোকন তত খেলায় মাতে।

দাদুর টাক্

খোকনবাবু তবলা পেলে
বাজায় তাক্ ধিন
এটা এখন নেশার মতন
হয়েছে রাত দিন,
খোকন বাবু দাদুর পাশে
ঘুমায় বিছানায়
আরাম করে ঘুমেব ভিতর
রাতটি কেটে যায়,
সেদিন রাতে করলো মজা
খোকন ঘুমের ঘোরে
দাদুর টাকে মারলো চাঁটি
তবলা মনে করে,
চমকে উঠে বললো দাদু
থাকরে থাক্ থাক্
এটা তোমার তবলা তো নয়
এটা আমার টাক্,
লজ্জা পেয়ে জিভ কামড়ে
বললো, দাদু শোন
তবলা আর ঘুমের ঘোরে
বাজবে না কখ্খনো।
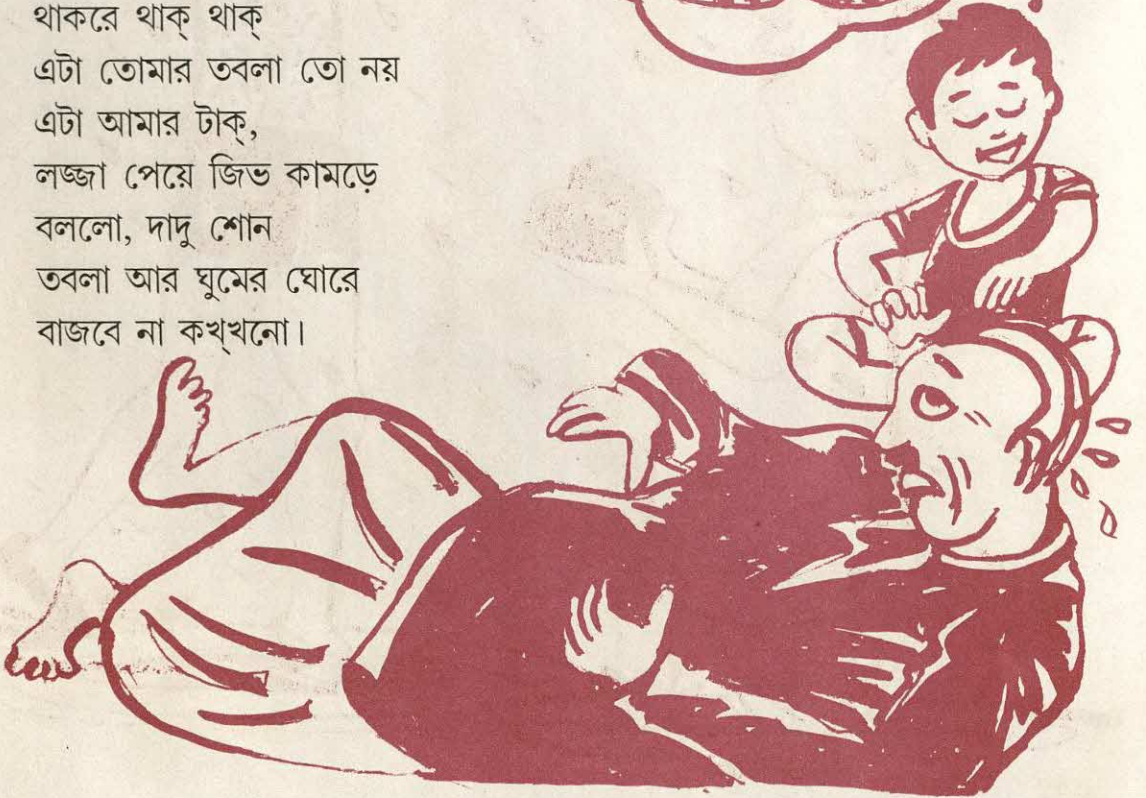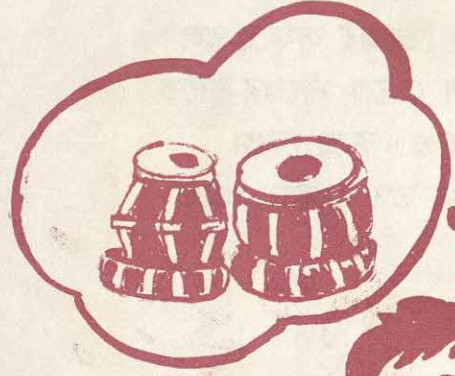
হাসি খুশি

চীন দেশ থেকে আসে জাগ্‌লার 'মিং'
খুশি মনে লুফে লুফে খেলে জাগ্‌লিং,
সুখী হয়ে চলে যায় নানা জায়গায়
হাসি মুখে হেথা হোথা জীবন কাটায়,
খেলা দেখে সকলেই বলে 'বেশ-বেশ'
তারপরে চলে যায় খেলা হলে শেষ,
কে বা তার রাখে খোঁজ এই দুনিয়ায়
কোথা যায় কি'বা পায়, খায় কিনা খায়!
তবু তাকে যেতে হয় ছোটদের কাছে
মজা কিছু দিতে হয় যাহা তার আছে।
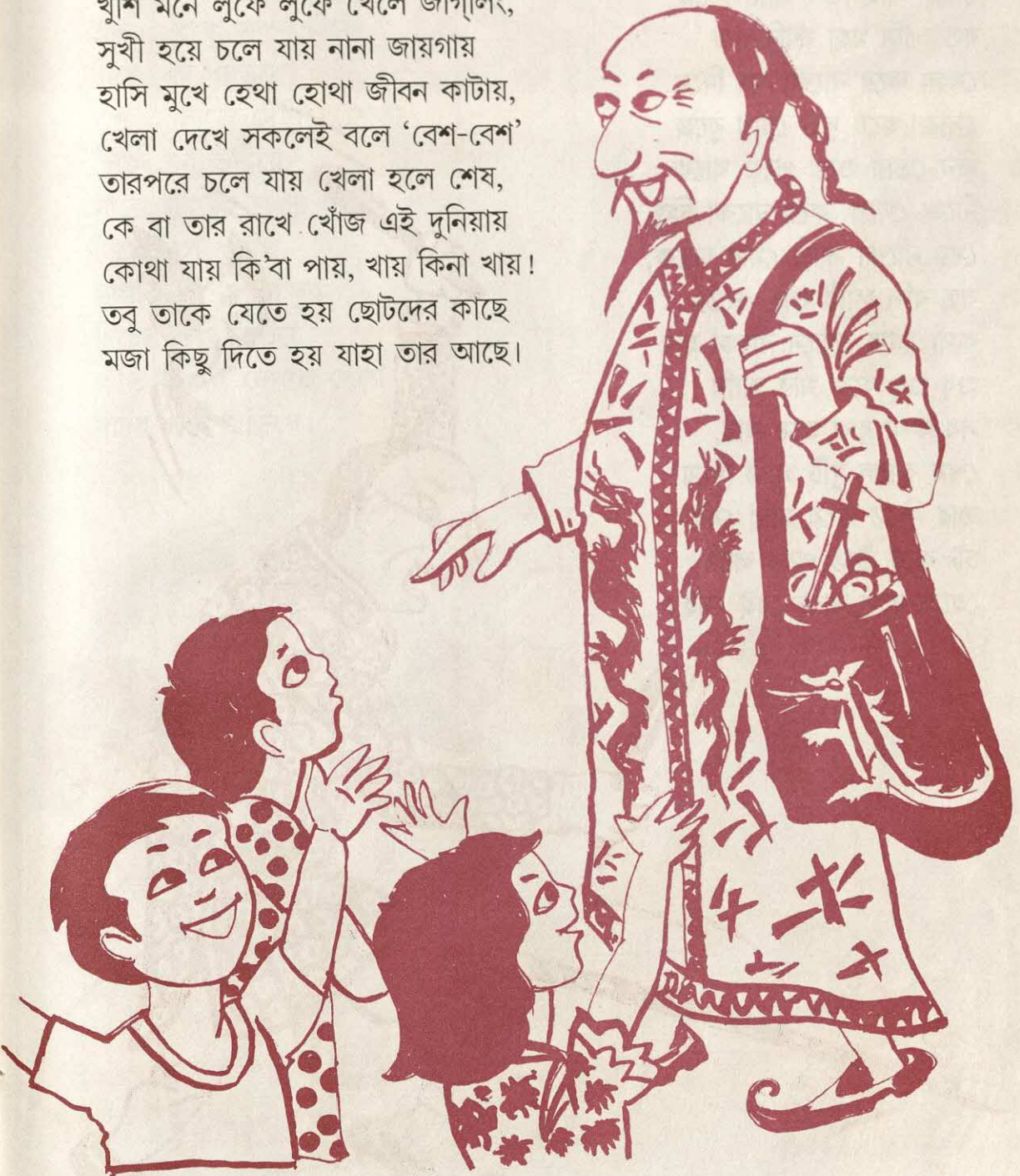
কুঁড়ে লাঠি

আমি এক বুড়ো জাগ্‌লার
খেলে যাই তিন লাঠি নিয়ে
বড় লাঠি মহা ফাঁকিবাজ
খেলা করে নাকো মন দিয়ে
সোজা হয়ে দুটি চোখ বুজে
দিন ভোর শুয়ে পড়ে থাকে
নিজে থেকে করে নাকো কিছু
দেয় নাকো সাড়া মোর ডাকে,
যত বলি লাঠি ভাই ওঠো
কথা মোর শোনে নাকো হায়
শুধু শুধু বকে মরি আমি
সব কথা বৃথা হয়ে যায়,
শেষ কালে দুটি লাঠি দিয়ে
তার পিঠে কষে মারি যেই
চট করে উঠে পড়ে লাঠি
হেলে দুলে নাচে ধেই ধেই।

হুলো
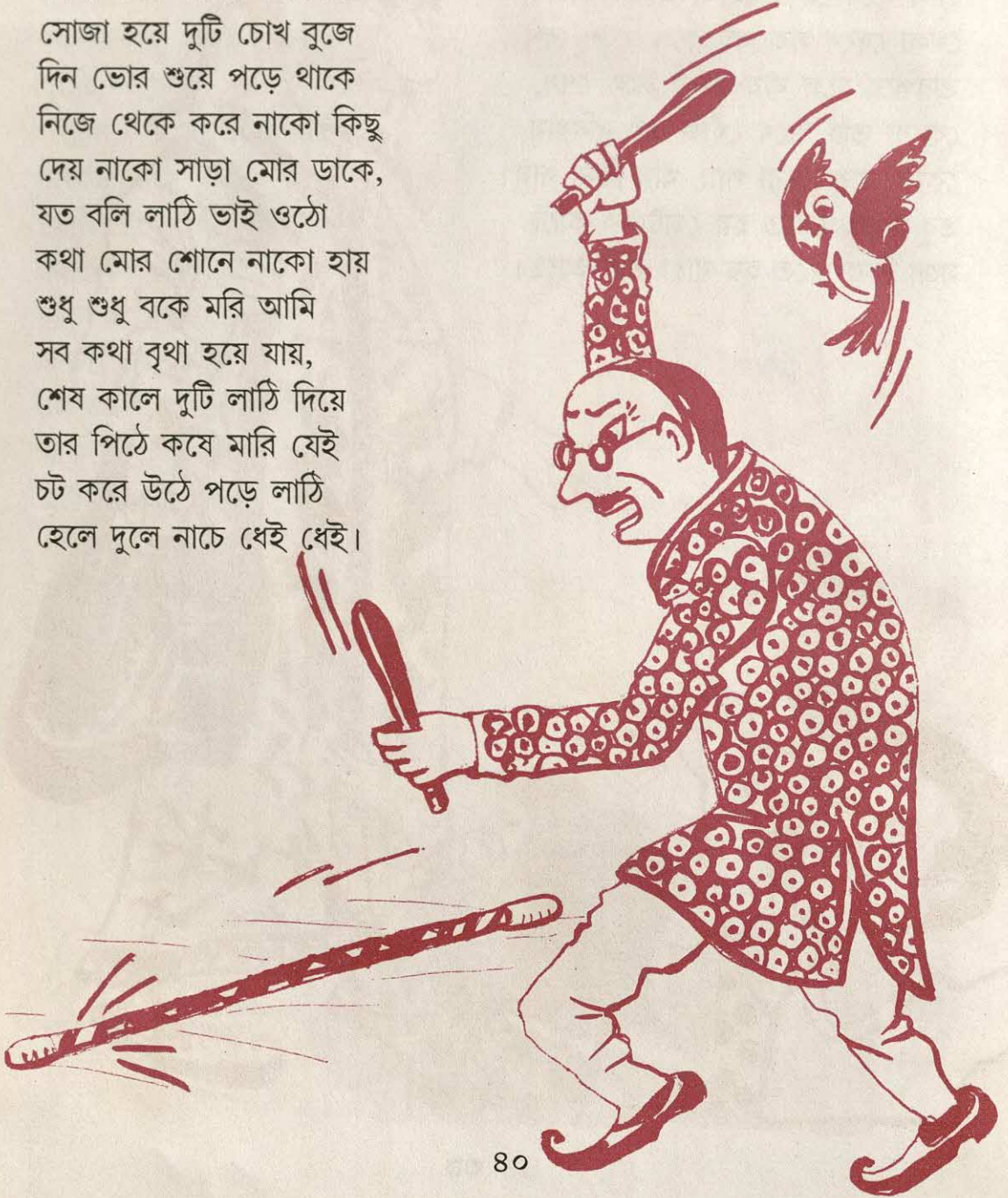
হুলো বেড়াল পেতেছে আসর
অনেক বল ছড়িয়ে
প্রথম থেকে সবার দিকে
দিচ্ছে বল গড়িয়ে,
খুশ মেজাজে দেখিয়ে খেলা
দিচ্ছে মন ভরিয়ে
মাঝে মাঝেই সবার হাতে
দিচ্ছে বল ধরিয়ে,
মামা-মামী দিদু-দাদুর
দিচ্ছে চোখ নড়িয়ে
নাতি নাতনী দেখছে খেলা
দাদুর গলা জড়িয়ে।
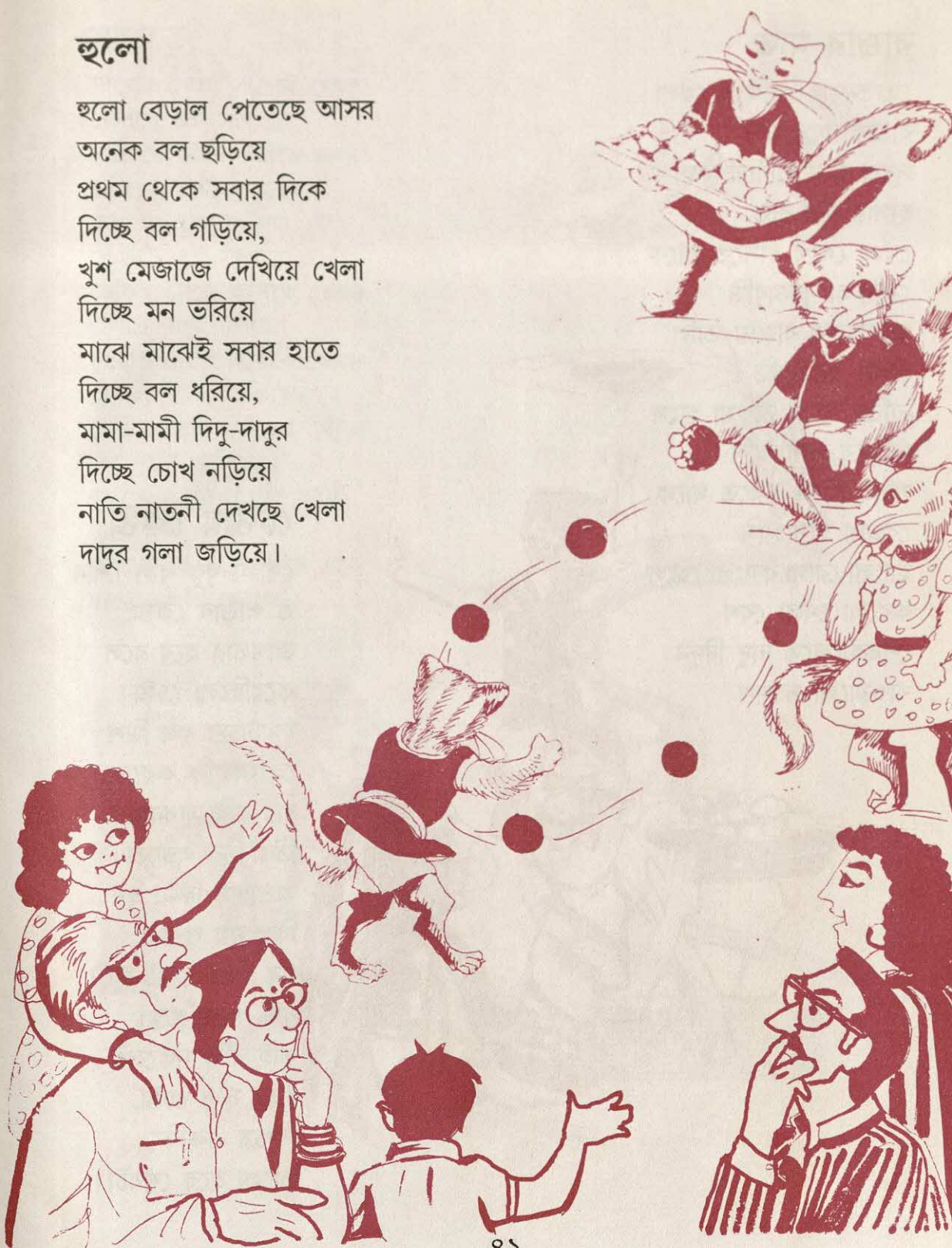
বাজার মাত

তোতনবাবু দেখিয়ে খেলা
বাজার করে মাত
সবার মনে ভরিয়ে মজা
হাসায় দিন রাত
খেলা দেখে হাসতে থাকে
ফোকলা বুড়োবুড়ি
আনন্দেতে বাজায় তালি
চালায় হুড়োহুড়ি
নাতির সাথে ঠাক্‌মা হাসে
দাঁড়িয়ে পাশাপাশি
সবাই মিলে করতে থাকে
বেজায় হাসাহাসি
হ্যাংলা রোগা ক্যাংলা ছেলে
করলো খেলা বেশ
শেষকালেতে দাদু দিদুন
খাওয়ালো সন্দেশ
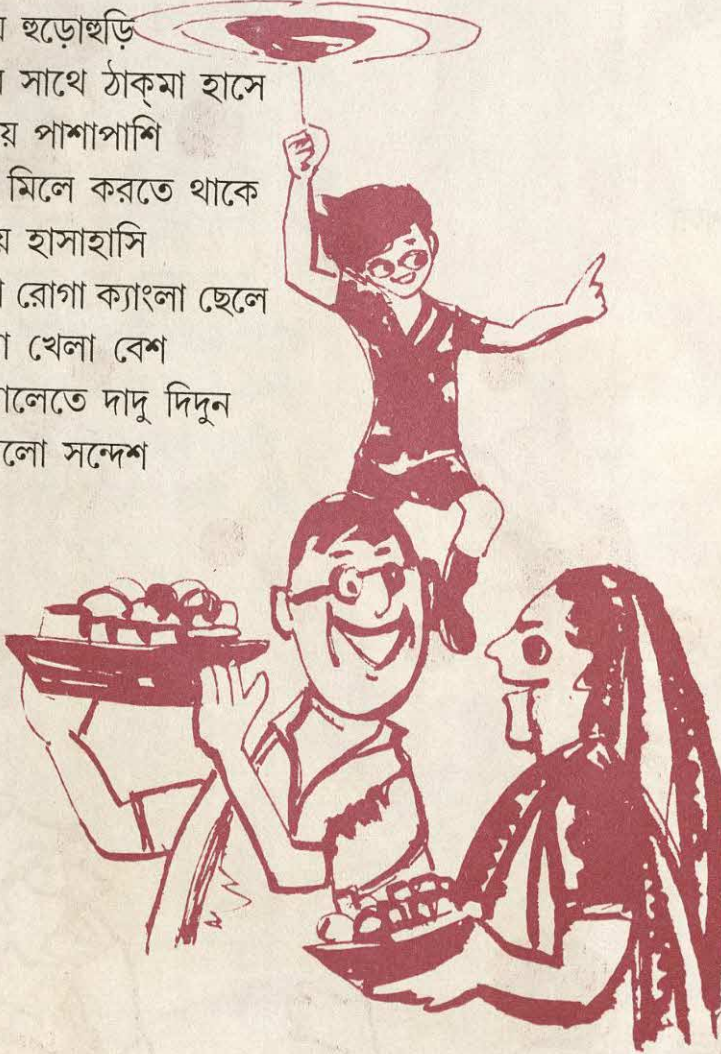
চেষ্টায় কেষ্টা

খোকা-খুকু বলি শোন
ও পাড়ার কেষ্টা,
জাগলার হবে বলে
করেছিলো চেষ্টা।
গোটাচার বল ডিশ
লোফালুফি করতো,
বার বার সাধনায়
ঠিক ঠিক ধরতো।
অভ্যাসে কিনা হয়
কিছু নয় শক্ত,
মন দিয়ে খেটে খুটে
যদি করো রপ্ত।
তাই বলি সকলেই
করে যাও চেষ্টা,
নিশ্চয় একদিন
ভালো হবে শেষটা।

সাপুড়ে

সাপের খেলা সাপের খেলা
খেলছে ওই সাপুড়ে
সাজিয়ে ডালা পরিয়ে মালা
বাজিয়ে বাঁশী দুপুরে।
মস্ত বড় বেজায় দড়
কেউটে ওই সাপরে
ছোবল মেরে আসছে তেড়ে
বাপরে বাপ বাপরে।
সুযোগ পেলে মারবে তেড়ে
ছোবল খানা ঝাঁকিয়ে
কেউটে তাই ফোঁকর খোঁজে
চক্ষু দুটো পাকিয়ে।
বুঝতে পেরে কপাৎ করে
সাপের মুড়ো ধরলো
সাপকে টেনে পাকিয়ে এনে
মজার খেলা করলো।
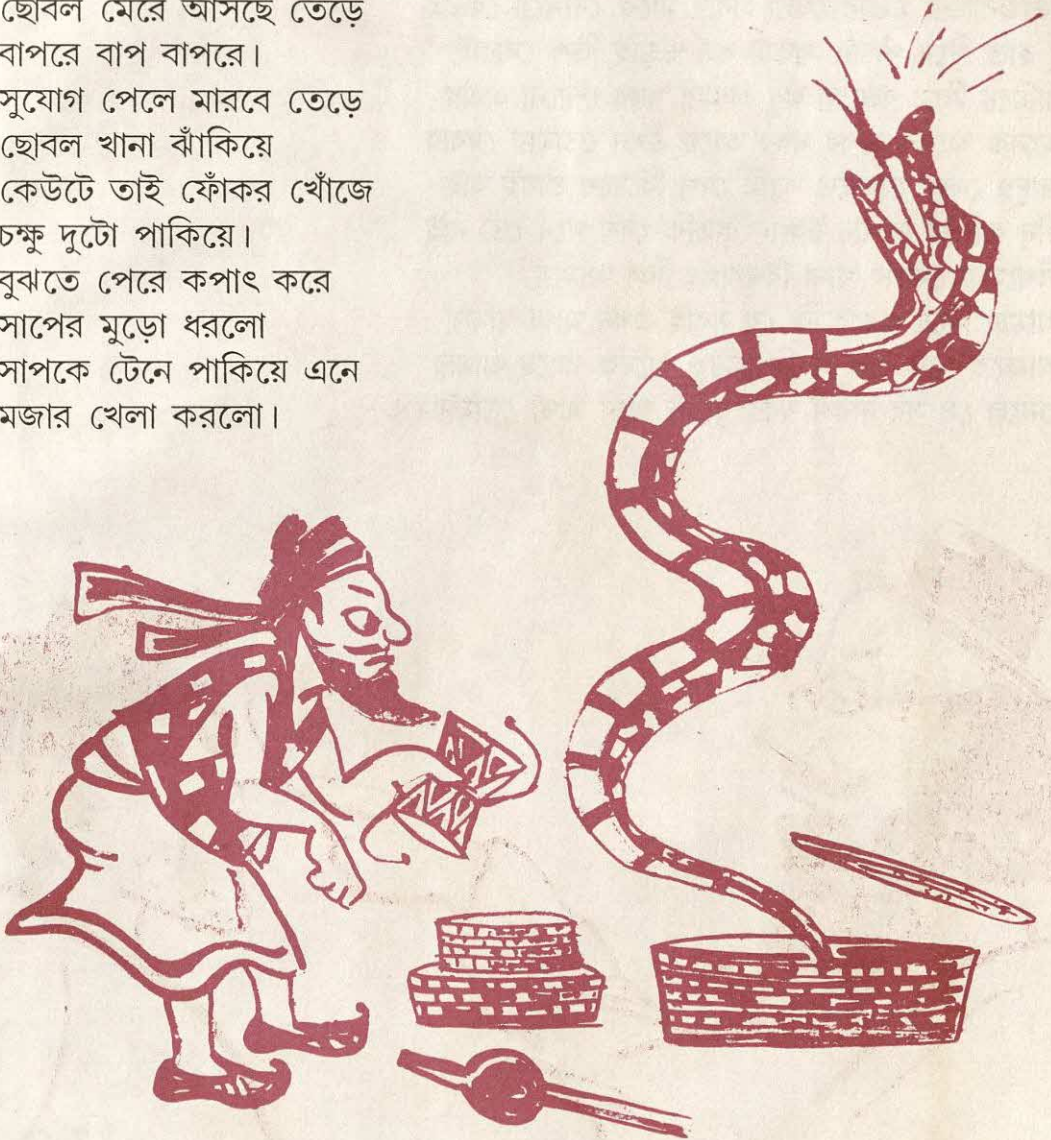
গোঁসাই বনাম মশাই

কালকে ভোরে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিল গবু গোঁসাই
হঠাৎ সেথায় হাজির হলো হাবড়া গ্রামের হাবু মশাই
বললে গবু, 'কেমন আছো, মনে তো হয় খুবই জবর'
রকম সকম লাগছে ভালো বল এখন তোমার খবর
বললে হাবু আমার খবর নেইকো কিছু এই ধরাতে
নেইকো নাম নেইকো ধাম নেইকো কড়ি এই বরাতে
ভোজবাজির মজার খেলা সবার মাঝে দেখিয়ে বেড়াই
দু হাত দিয়ে পাঁচটা সাতটা বল ওড়াই ডিশ্ ঘোরাই
থামিয়ে দিয়ে বললো গবু আমার খবর শোনো এবার
অনেক অনেক জবর খবর আছে এখন তোমায় দেবার
জাদুর খেলা দেখাতে আমি দেশ বিদেশে প্রায়ই যাই
চীন রাশিয়া জাপান টাপান কতকি দেশ মনে তো নাই
বিশ্বসেরা খেতাব খানা বিশ্বজগৎ দিল আমায়
আমায় নিয়ে করবে কি যে সবাই এখন মাথা ঘামায়
আজকে থাক এই অবধি আরও অনেক আছে আমার
শুনলে সে সব দারুণ খবর ঘুরেই যাবে মাথা তোমার।
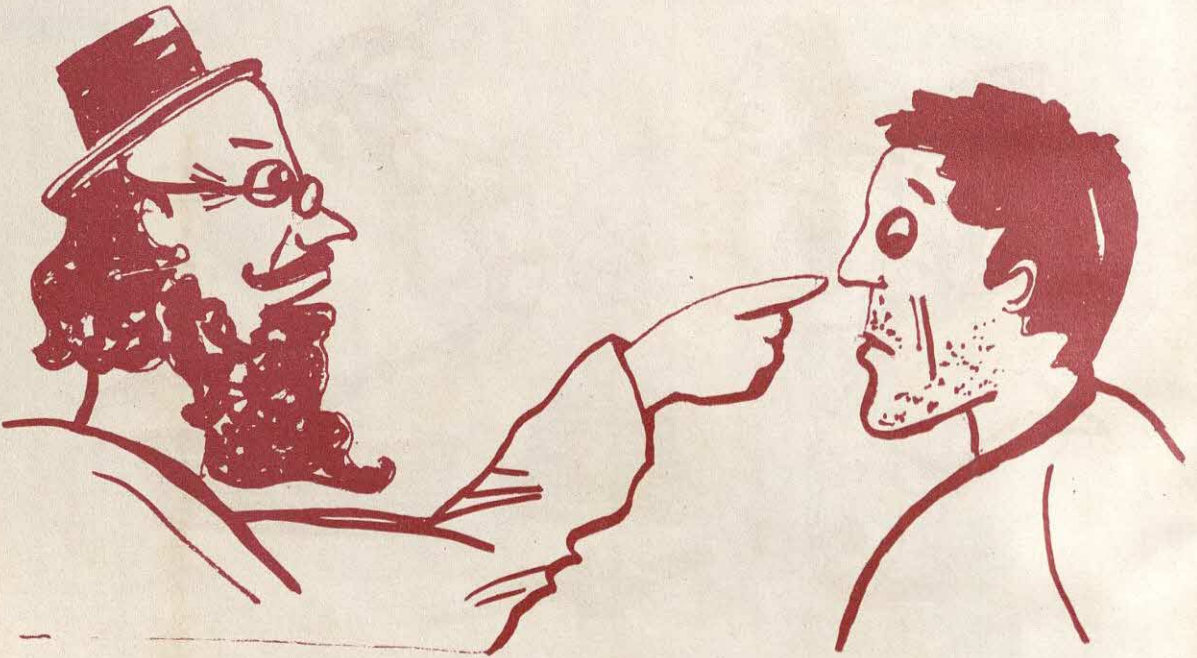
শ্রী অভয় মিত্র ১৯৩৯ সালের ২রা জানুয়ারি হুগলী জেলার
মোড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে ইউকো ব্যাঙ্কের
ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শৈশবে পিতা কালোসোনা
মিত্রের কাছ থেকে জাগলিং শিক্ষা লাভ করে বর্তমানে দেশে
ও বিদেশে জাগলিং প্রদর্শন করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।
মাদার টেরেজার কাছ থেকে "গ্রেট এনটারটেনার অব্
চিলড্রেন" উপাধি লাভ করেন। বিশ্ববিখ্যাত সত্যজিৎ রায়
রচিত এবং শ্রী সন্দীপ রায় পরিচালিত "গুপি বাঘা ফিরে
এলো" ছবিতে জাগলিং প্রদর্শন করেছেন। অল ইণ্ডিয়া
ম্যাজিক সার্কেলের পক্ষ থেকে "পি সি সরকার ট্রফি" লাভ
করেন। ফ্রান্সের প্যারিস শহরে ইন্‌টারন্যাশানাল পাইওনিয়ার্স্
ক্যাম্পি কাম কেন্টিভালে জাগলিং প্রদর্শন করে বিশ্বের দরবারে
ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছেন। শ্রীমিত্র বর্তমানে তাঁর দল
নিয়ে নিয়মিত "আর্টিষ্টিক জাগলিং" প্রদর্শন করে চলেছেন।
কাশ্মীর, দিল্লি, কলকাতা, আন্দামান ও পণ্ডিচেরী দূরদর্শন-
এ শ্রীমিত্র অত্যন্ত পরিচিত মুখ। বর্তমানে ইনি শারীরিক ও
মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণকল্পে সারা ভারতবর্ষে
অক্লান্তভাবে জাগলিং প্রদর্শন করে চলেছেন। শুধু তাই নয়,
শিশুদের শারীরিক স্বাস্থের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থের উন্নতির
জন্য দেশে ও বিদেশে লক্ষ লক্ষ শিশুর কাছে জাগলিং প্রদর্শন
করে তাদের মনে আনন্দ ও একাগ্রতা বাড়িয়ে চলেছেন।
কলিকাতা ময়দানের বয়স্কাউটস্ অব্ বেঙ্গলের টেন্টে ১৭ই
নভেম্বর ২০০২তে "আকাদেমী অব্ জাগলিং" স্থাপন করেন।
শিশুদের সেখানে বিনা পারিশ্রমিকে জাগলিং শেখানো হয়।
১৯৯৭ সালে ১৪ই এপ্রিল তাঁর "মজার খেলা জাগলিং"
বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটা শ্রীমিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ।